CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-196 ■ 25 April, 2025 ■ আগরতলা ২৫ এপ্রিল, ২০২৫ ইং ■ ১১ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সর্বদলীয় বৈঠক

পহেলগাঁও হামলায় গোয়েন্দা ব্যর্থতা মানল কেন্দ্র, সরকারের পাশে থাকার বার্তা রাহুলের

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল।। পহেলগাঁওর নির্মম জঙ্গি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে বৃহস্পতিবার বিরোধীরা সরকারের পাশে থাকার বার্তা দিল। বৈঠকে গোয়েন্দা ব্যবস্থার ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েছে কেন্দ্র। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী জানান, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার যা-ই পদক্ষেপ করুক, বিরোধী শিবির পূর্ণ সমর্থন দেবে।

সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, "যদি কিছু ভুল না হয়ে থাকে, তবে আমরা এখানে কেন বসে আছি? কোথাও না কোথাও ব্যর্থতা রয়েছে, সেটিই খুঁজে বার করতে হবে।" এই মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট, কেন্দ্র গোয়েন্দা ত্রুটির বিষয়টি অস্বীকার করছে না।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, সংসদীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং বিজেপি সভাপতি জে পি নড্ডা। বিরোধী পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খড়্গে, তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি।

বৈঠক শেষে রাহুল বলেন, "প্রতিটি রাজনৈতিক দল সর্বসম্মত ভাবে এই জঘন্য ঘটনার নিন্দা করেছে। সরকার যা-ই করুক, আমরা তার পাশে থাকব।" খড়্গের বক্তব্য, "আমরা চাই, যত দ্রুত সম্ভব কাশ্মীরে শান্তি ফিরুক।"

যদিও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকে প্রস্তাব রাখেন, প্রধানমন্ত্রী যেন সব দলের প্রধানদের নিয়ে একটি পৃথক বৈঠক ডাকেন।

মঙ্গলবারের হামলার পর গোটা কাশ্মীর জুড়ে চলছে তল্লাশি অভিযান। এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গির ধরা পড়া বা নিহত হওয়ার খবর মেলেনি। জঙ্গিদের খোঁজ দিতে পারলে ২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ।

কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিল কর্নাটকের মঞ্জুনাথ রাওয়ের পরিবার। বৈসরন উপত্যকায় জঙ্গিদের গুলিতে মৃত্যু হয় মঞ্জুনাথের। স্ত্রী পল্লবী এবং তাঁদের পুত্র অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন। পল্লবীর বর্ণনায়, "তিন-চার জন জঙ্গি আচমকা হামলা করে। একজন বলল, 'তোকে মারব না। যা, মোদীকে গিয়ে বল।'"

বৈঠক শেষে মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, "গত কয়েক বছর ধরে কাশ্মীরে সব কিছু স্বাভাবিক ছিল। এই জঙ্গি হামলা শান্তির বাতাবরণ নষ্ট করেছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রতিটি রাজনৈতিক দল আমাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে।"

কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকার ও বিরোধীউভয় শিবিরের একসুরে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অবস্থান

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাক নাগরিকদের ভিসা স্থগিতের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.)।। পাকিস্তানকে আরও এক প্রত্যাঘাত ভারতের। জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায়, ভারত সরকার তাৎক্ষণিকভাবে পাকিস্তানি নাগরিকদের জন্য ভিসা পরিষেবা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাকিস্তানি নাগরিকদের জন্য ভারত কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত বৈধ ভিসা ২৭ এপ্রিল ২০২৫ থেকে বাতিল করা হয়েছে।

পাকিস্তানি নাগরিকদের জন্য প্রদত্ত মেডিকেল ভিসা কেবলমাত্র ২৯ এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত বৈধ থাকবে। ভারতে বর্তমানে বসবাসকারী সমস্ত পাকিস্তানি নাগরিকদের ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ভারত ছাড়তে হবে। ভারতীয় নাগরিকদের পাকিস্তান ভ্রমণ এড়াতে কঠোরভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে পাকিস্তানে থাকা ভারতীয় নাগরিকদেরও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতে ফিরে আসার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সন্ত্রাসবাদী শাস্তি পাবেই ঃ প্রধানমন্ত্রী

মধুবনী, ২৪ এপ্রিল (হি.স.)।। জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, '১৪০ কোটি ভারতবাসীর ইচ্ছাশক্তি সন্ত্রাসের প্রভুদের কোমর ভেঙে দেবে।' বৃহস্পতিবার বিহারের মধুবনীতে এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'এই হামলা কেবল নিরস্ত্র পর্যটকদের উপরই হয়নি; দেশের শত্রুরা ভারতের বিশ্বাসের উপর আক্রমণ করার সাহস করেছে। আমি খুব স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, যারা এই হামলা চালিয়েছে এবং যারা এই হামলার ষড়যন্ত্র করেছে, তাদের কল্পনার চেয়েও বড় শাস্তি পেতে হবে। এখন সময় এসেছে সন্ত্রাসবাদীদের অবশিষ্ট যতটুকু জমি আছে, তাও ধ্বংস করার।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'বিহারের পবিত্র ভূমি থেকে, আমি সমগ্র বিশ্বকে বলছি, ভারত প্রতিটি সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের সমর্থকদের চিহ্নিত করবে, তাদের খুঁজে বের করবে এবং শাস্তি দেবে। আমরা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাদের তাড়া করব। সন্ত্রাসবাদ ভারতের চেতনাকে কখনও ভেঙে ফেলবে না। সন্ত্রাসবাদী শাস্তি পাবেই। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হবে। সমগ্র দেশ এই সংকল্পে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মানবতায় বিশ্বাসী সকলেই আমাদের পাশে আছে। আমি বিভিন্ন দেশের জনগণ এবং এই সময়ে আমাদের পাশে থাকা নেতাদের ধন্যবাদ জানাই।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এই সন্ত্রাসবাদী হামলায় কেউ নিজের ছেলেকে হারিয়েছে, কেউ নিজের ভাইকে হারিয়েছে এবং কেউ নিজের স্ত্রীকে হারিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলায় কথা বলত, কেউ কেউ কন্নড় ভাষায় কথা বলত, কেউ মারাঠি ছিল, কেউ ওড়িয়া ছিল, কেউ কেউ গুজরাটি ছিল, কেউ কেউ বিহারের ছিল। এখন কার্গিল থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত, সেই সমস্ত মানুষের মৃত্যুতে আমাদের শোক এবং ক্রোধ একই।'

মাটির নিচ থেকে ড্রাম ভর্তি গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জম্পুইজলা অন্তর্গত চিকনছড়া ভিলেজের বাইল্যামুড়া এলাকার এক বাড়িতে মাটির নিচ থেকে তিন ড্রাম ভর্তি শুকনো ৪১ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে। কিন্তু ওই ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়া ও কৈলাসহরে বাঁধ নির্মাণ

স্থায়ী সমাধানের দাবিতে মুখ্যসচিবকে চিঠি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। কৈলাসহর এবং বিলোনিয়া মহকুমার সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাদেশ সরকার অবৈধভাবে বাঁধ নির্মাণ করছে। তাতে ওই মহকুমাগুলো জলমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয়, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কার্যত নীরব। বিলোনিয়া এবং কৈলাসহরের বাঁধ নির্মাণ জনিত সমস্যার স্থায়ী সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে মুখ্যসচিবের নিকট চিঠি দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

চিঠিতে সভাপতি আশিস কুমার সাহা লেখেন, স্বাধীন ভারতের ঐতিহ্যের পরম্পরায় চলে আসা বিদেশ নীতি যা মোদি জমানায় অনেকাংশেই দুর্বল যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে আজ দেশের একটা বড় অংশের মানুষদের বিশেষত সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির মানুষদের। কেন্দ্রীয় সরকার কার্যত এই ক্ষেত্রগুলিতেও সম্পূর্ণ উদাসীন। সম্প্রতি ত্রিপুরার কৈলাশহর বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় গত বছরের বন্যার পরপরই বাংলাদেশ সরকার তাদের সীমান্তে উঁচু বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু করে দেয়। ফলে শহরের বিরাট সংখ্যক কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সাথে সামান্য বৃষ্টিতেই কৈলাসহর ভেসে যাওয়ার অবস্থা তৈরি হয়। সেক্ষেত্রে কি কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কার্যত নীরবই ছিল। তিনি আরও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে প্রণামী বাক্সে বিদেশি মুদ্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ এপ্রিল।। দীর্ঘ প্রায় দুই মাস পর খোলা হলো ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের মন্দিরের প্রণামী বাক্সগুলি। গোমতী জেলার এই ঐতিহ্যবাহী মন্দিরে থাকা মোট ১৬টি সিন্দুক ও প্রনামী বাক্স খুলে দেখা হয়েছে আজ সকালে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, বাক্সগুলি থেকে শুধু ভারতীয় মুদ্রাই নয়, মার্কিণ ডলার, কুয়েতের দিনার, নেপালের মুদ্রা ও বাংলাদেশের টাকাও পাওয়া গেছে।

প্রণামী বাক্সগুলোর গণনার কাজের জন্য গোমতী জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট (ডিএম) অফিস থেকে ১৬ সদস্যের একটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়। সকাল থেকে শুরু হয় গণনার কাজ, যা সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে টিমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। মন্দির প্রাঙ্গণে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গকুলপুর বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ৫টি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ এপ্রিল।। আজ সকালে উদয়পুরের গকুলপুরবাজারে একটি বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এলাকার স্থানীয় জনগণ প্রথমে একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকানের চালের ওপর থেকে ধোঁয়া উঠে যেতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর পাঠায়।

দমকল বাহিনী ইঞ্জিন নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে দমকল কর্মী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা একত্রে দীর্ঘক্ষণ প্রচেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। তবে এই ঘটনায় পাঁচটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ধারণ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। গ্রামীণ এলাকার স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে পরিষেবা ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। সকলের জন্য চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ নিশ্চিত করতে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে সরকার। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে এই গুরুত্ব তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এর পাশাপাশি একইদিনে স্মার্ট সিটি অফিস, জল বোর্ড অফিস সরেজমিনে পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। খোঁজখবর নেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ও নানাবিধ কাজকর্মের।

এদিন প্রথমে গান্ধীগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিদর্শনকালে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখে উপস্থিত স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসক ও রোগীদের সাথে কথা বলেন তিনি। পরিকাঠামো সম্পর্কিত বিষয়ে যাবতীয় খোঁজখবর নেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। পরবর্তী সময়ে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ কিছুটা সময় পেয়ে গান্ধীগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়েছি এবং সেখানে অনেক হাসপাতালগুলিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

আজ রাজধানী সংলগ্ন গান্ধীগ্রাম

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্মচারীদের পরিষেবা প্রদানে আরও দক্ষ করে তুলতে চুক্তি স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারিদের সরকারি পরিষেবা প্রদানে আরও দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন কমিশন, কর্মযোগী ভারত এবং ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে আজ এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রজ্ঞাভবনে আয়োজিত এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন (পি এন্ড টি) দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, দক্ষতা উন্নয়ন কমিশনের হিউম্যান রিসোর্সের সদস্য ড. আর বালসুব্রহ্মণিয়ম ও যুগ্ম সচিব এস পি রায় এবং কর্মযোগী ভারতের উপদেষ্টা শোভানা রানা উপস্থিত ছিলেন। এই চুক্তিতে রাজ্য সরকারের পক্ষে অপূর্ব রায়, দক্ষতা উন্নয়ন কমিশনের পক্ষে আর বালসুব্রহ্মণিয়ম এবং কর্মযোগী ভারতের পক্ষে শোভানা রানা স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, রাজ্য সরকারের সঙ্গে দক্ষতা উন্নয়ন কমিশন এবং কর্মযোগী ভারতের চুক্তি হওয়ার ফলে সরকারি কর্মীদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত উভয়ক্ষেত্রেই আরও উন্নতি ঘটবে। ফলে জনগণের সাথে তাদের সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক সহ অন্যান্য কর্মীদের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে। তারা আন্তরিক ও নিষ্ঠার সঙ্গে জনগণকে সরকারি পরিষেবা প্রদান করছেন। সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে সিভিল সার্ভিস দিবসে প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে রাজ্যের ৪ জন আধিকারিকের পিএম এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড গ্রহণের মধ্যদিয়ে রাজ্যের আধিকারিকদের উৎকৃষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আজ এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক সহ অন্যান্য কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের কর্মক্ষেত্রে আরও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে ৪৮ ঘন্টায় তিনটি চুরি, ক্ষতি লক্ষাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৪ এপ্রিল।। খোয়াই শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ফের একবার বড়সড় প্রশ্নের মুখে ফেলেছে একের পর এক চুরির ঘটনা। মাত্র ৪৮ ঘন্টার ব্যবধানে খোয়াই শহরে সংঘটিত হয়েছে তিনটি চুরি। আজ দুপুরে খোয়াই থানাধীন লালছড়া এলাকার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে, অপু রায়ের বাড়িতে ঘটে সর্বশেষ চুরির ঘটনা।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দুপুর ১২টা থেকে ১টার মধ্যবর্তী সময়ে চোরেরা নির্জনতার সুযোগ নিয়ে বাড়িতে হানা দেয়। ঘরে থাকা স্বর্ণালংকার ও নগদ অর্থ লুট করে চম্পট দেয় তারা। পরিবারের সদস্যরা ঘরে ফিরে চরম হতাশায় ভেঙে পড়েন। ঘটনার পর গৃহকর্তী সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। আশেপাশের প্রতিবেশীরাও ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নয় দফা দাবিতে বিলোনিয়ায় বাম যুব সংগঠনের পদযাত্রা ও ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৪ এপ্রিল।। বৃহস্পতিবার বিলোনিয়ায় ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফ -এর যৌথ উদ্যোগে নয় দফা দাবিকে সামনে রেখে এক বিশাল পদযাত্রা ও ডেপুটেশন কর্মসূচি সংগঠিত হয়। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যর্থতার প্রতিবাদ এবং গণদাবিগুলিকে সামনে রেখে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ। বেলা ১২টা নাগাদ সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে মিছিল শুরু হয়। এক নম্বর টিলা, কালিনগর মোটরস্ট্যান্ড, আর্য কলোনি হয়ে মিছিলটি শেষ হয় কলেজ স্কোয়ারে। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় এক জনসভা, যেখানে সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন সুবীর ত্রিপুরা, সুব্রত দাস, খোকন শীল, অনুব্রত চৌধুরী ও অভিমালা ত্রিপুরা।

সভা চলাকালীন একটি পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল দক্ষিণ জেলার জেলা শাসকের হাতে লিখিতভাবে নয়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তার পাশে ফেলা ব্যাগ থেকে বন্দুক ও গুলি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ এপ্রিল।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বড়সড় সাফল্য পেল তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। থানার অন্তর্গত তুই করমা এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দুটি দেশীয় বন্দুক, বেশ কিছু গুলি ও অন্যান্য ধারালো অস্ত্র। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরে তেলিয়ামুড়া থানার একটি টিম অভিযান চালায় তুই করমা এলাকার এক নির্জন রাস্তার ধারে। সেখানে একটি ব্যাগের মধ্যে রেখে যাওয়া অবস্থায় অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা হয়। তেলিয়ামুড়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,২৫ এপ্রিল, ২০২৫ ইং
১১ বৈশাখ, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

পহেলগাঁও : কেন্দ্রের পাশে সব দল

দেশের ঐক্য স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে দেশের রাজনৈতিক দল এক সুরে কথা বলিল। পহেলগাও হত্যাকাণ্ড রাজনৈতিক দলকে আবারও এক হইতে রসদ জুগাইলো। সবকটি রাজনৈতিক দলের নেতার মুখে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের সুর ধ্বনিত হইল।

পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর ফুঁসছে ভারত। ভয়াবহ সেই ঘটনা নাড়াইয়া দিয়াছে গোটা দেশকে। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়। পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রেক্ষিতে ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনও পদক্ষেপের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করিলেন রাজনৈতিক রং নির্বিশেষে সব দলের নেতারা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানাইয়াছেন, বৈঠক ইতিবাচক এবং গঠনমূলক হইয়াছে।এদিন বৈঠকের পর কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বলেন, 'আমরা সরকারকে পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছি। সরকার যে অ্যাকশন নেবে, তাহাকে সমর্থন করিব।' পহেলগাঁও হামলায় আহতদের সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়ার কথা রহিয়াছে রাহুলের। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'জম্মু-কাশ্মীরে শান্তি ফেরানোর জন্য যা পদক্ষেপ করা প্রয়োজন, সেটা করিতে হইবে। এই সময়ে দেশ ঐক্যবদ্ধ রহিয়াছে।'

সরকারের পাশে থাকিবার বার্তা দিয়াছে তৃণমূলও। সর্বদল বৈঠকের পর তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল কেন্দ্রের পাশে রহিয়াছে। দেশের স্বার্থে তাহারা যাহা সিদ্ধান্ত নেবে, সেটা সমর্থন করা হইবে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকারের পাশে আছে তাহারা। সভা থেকে বেরিয়ে এসে আম আদমি পার্টির (আপ) রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেন, 'সন্ত্রাসী শিবির ধ্বংসের জন্য সরকারের পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানাইয়াছে সব দল।' এদিন সর্বদলীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সংসদ চত্বরে দু মিনিট নীরবত পালন করে শুরু হয়েছে সর্বদল বৈঠক।

স্ত্রীকে খুনে যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা দিল আদালত

ক্যানিং, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা দিল আদালত। প্রসঙ্গত গত ৮ আগস্ট বাসন্তী থানার অন্তর্গত ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর গড়ানবোস এলাকায় কবিতা মণ্ডল নামে এক মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় নিজের ঘর থেকেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে মৃতার স্বামী নীতিশ মন্ডল এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত। কুড়ুল দিয়ে স্ত্রীর গলার কোপ মেরে খুন করে পালিয়ে যায় নীতিশ।

মৃতার ভাই মনোরঞ্জন মন্ডল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নীতিশের বিরুদ্ধে। তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই মামলার তদন্তকারী অফিসার সনাতন কর্মকার তদন্ত সমাপ্ত করে গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ সালে চার্জশিট জমা দেন। এরপর দীর্ঘদিন ধরে মামলার শুনানি চলে। চলে সাক্ষ্য গ্রহণ। সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে বুধবার অভিযুক্ত নীতিশকে দোষী সাব্যস্ত করে আলিপুর অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালতের বিচারপতি ইন্দ্রনীল হালদার। বৃহস্পতিবার ছিল সাজা ঘোষণা। এদিন বিচারপতি তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দেন।

কসবায় ছুরিকাহত স্ত্রী-র মৃত্যু, স্বামী ধৃত

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগে উত্তপ্ত কসবা। দাম্পত্য অশান্তির জেরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান।

বৃহস্পতিবার দুপুরে আর কে চ্যাটার্জি রোডের এক অভিজাত আবাসনের পার্কিং লট থেকে ওই গৃহবধূকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারা।

খবর পাঠানো হয় পুলিশে। সঙ্গে সঙ্গে লালবাজারের হোমিসাইড শাখার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে পাঠান নিকটবর্তী এক বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে হামলাকারী সন্দেহে স্বামীকে গ্রেপ্তার করে, উদ্ধার হয়েছে মারণাস্ত্র।

এদিন দুপুর ১টার পর আর কে চ্যাটার্জি রোডের এক অভিজাত আবাসনের বাসিন্দাদের নজরে পড়ে, এক বছর পঁয়ত্রিশের এক মহিলা চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছেন। কাছে আসতেই দেখা যায়, তাঁর পেটে ছুরি ঢোকানো। আবাসনের পার্কিং লটে এসেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। তখনই বোঝা গিয়েছিল, কেউ বা কারা তাঁকে খুন করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় কসবা থানা এবং লালবাজারে। কসবা থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌঁছন লালবাজারের গোয়েন্দা আধিকারিকরা।

কসবায় ছুরিকাহত স্ত্রী-র মৃত্যু, স্বামী ধৃত

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগে উত্তপ্ত কসবা। দাম্পত্য অশান্তির জেরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান।

বৃহস্পতিবার দুপুরে আর কে চ্যাটার্জি রোডের এক অভিজাত আবাসনের পার্কিং লট থেকে ওই গৃহবধূকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারা।

খবর পাঠানো হয় পুলিশে। সঙ্গে সঙ্গে লালবাজারের হোমিসাইড শাখার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে পাঠান নিকটবর্তী এক বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে হামলাকারী সন্দেহে স্বামীকে গ্রেপ্তার করে, উদ্ধার হয়েছে মারণাস্ত্র।

এদিন দুপুর ১টার পর আর কে চ্যাটার্জি রোডের এক অভিজাত আবাসনের বাসিন্দাদের নজরে পড়ে, এক বছর পঁয়ত্রিশের এক মহিলা চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছেন। কাছে আসতেই দেখা যায়, তাঁর পেটে ছুরি ঢোকানো। আবাসনের পার্কিং লটে এসেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। তখনই বোঝা গিয়েছিল, কেউ বা কারা তাঁকে খুন করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় কসবা থানা এবং লালবাজারে। কসবা থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌঁছন লালবাজারের গোয়েন্দা আধিকারিকরা।

উত্তর প্রদেশে নদীতে তলিয়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির

সুলতানপুর, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের সুলতানপুর জেলাতে মাছ ধরতে গিয়ে নদীতে তলিয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় উদ্ধারকারীরা তার দেহ নদী থেকে উদ্ধার করে। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃতের নাম জগরদেব নিশাদ। ঘটনায় মৃতের পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জীবনের ১৮ বছর এয়ারপোর্টে কাটিয়েছেন যে ব্যক্তি

প্লেনে চড়ে কোথাও যাওয়ার জন্য আমরা বিমানবন্দরে হয়তো কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করি। কিন্তু ভাবতে পারেন যে এক ব্যক্তি ইউরোপের একটি এয়ারপোর্টে কাটিয়েছেন তার জীবনের ১৮ বছর! আমলাতান্ত্রিক জটিলতার ভেতরে পড়েই তাকে ফ্রান্সের একটি বিমানবন্দরে এতো দীর্ঘ সময় অবস্থান করতে হয়েছে। ঘটনাটি ১৯৮৮ সালের। আগস্ট মাসের আট তারিখ। ৪২ বছর বয়সি ইরানি নাগরিক মেহরান কারিমি নাসেরি সেদিন এসে পৌঁছান রাজধানী প্যারিসের শার্ল দ্য গল বিমানবন্দরে। তার উদ্দেশ্য ছিল লন্ডনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এই এয়ারপোর্টে বিমান পরিবর্তন করা। কারণ তিনি যুক্তরাজ্যে গিয়ে সেখানে বসবাস করতে চান। কিন্তু বৈধ পাসপোর্ট না থাকার কারণে তাকে কোনো বিমানে উঠতে দেওয়া হচ্ছিল না। ফলে তিনি ফ্রান্সে আটকা পড়ে গেলেন।

বিমানবন্দরে আটকে পড়া মেহরানের জীবনের ওপর একটি বই লিখেছেন ব্রিটিশ লেখক এন্ড্রু ডনকিন। তিনি তার জীবনী লিখতে সাহায্য করেছেন। বইটির নাম- দ্য টার্মিনাল ম্যান। মি. ডনকিন বলছেন, মেহরান কারিমি নাসেরি কখনও বিমানবন্দর ছেড়ে যেতে চান নি। কারণ তাকে ফ্রান্সে কয়েকবার গ্রেফতার করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তাকে জেলেও থাকতে হয়েছে। "তার কাছে ফ্রান্সে যাওয়ার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল না। একারণে তিনি এয়ারপোর্টের বাইরে যেতে চাননি। তিনি দেখলেন যে পুরো ফ্রান্সে এই বিমানবন্দরই একমাত্র স্থান যেখানে তিনি থাকতে পারেন। কারণ কূটনৈতিকভাবে এটা একটা নোম্যান্স ল্যান্ড। ওখানে থাকার জন্য ফরাসি কাগজপত্রের প্রয়োজন নেই।" "আমার মনে হয় তিনি ভেবেছিলেন -আমি যদি এয়ারপোর্টের বেঞ্চে কয়েকটা দিন কাটিতে দিতে পারি, তাহলে হয়তো কেউ একজন এসে বলবে- ঠিক আছে, আপনি এখন যেতে পারেন। তিনি ভেবেছিলেন এরকম নীরব প্রতিবাদ জানানোর কারণে তাকে হয়তো শেষ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে," বলেন তিনি।

এয়ারপোর্টেই দেড় যুগ কিন্তু মেহরান কারিমি নাসেরির এই ধারণা ভুল ছিল। এর পরে এক সপ্তাহ, এক মাস, এক বছর- এভাবে তাকে ১৮ বছর শার্ল দ্য গল এয়ারপোর্টেই থাকতে হয়েছে। ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন। ব্রিটিশ লেখক এন্ড্রু ডনকিন ২০০৪ সালের কোনো এক সময়ে মেহরানের এই কাহিনী সম্পর্কে জানতে পারেন।

"একটা ফোন এলো। ওপাশ থেকে বলা হলো- আপনি কি আজ বিকাল তিনটা চারটার মধ্যে শার্ল দ্য গল এয়ারপোর্টে যেতে পারবেন? সেখানে এমন একজন আছেন যিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী। তিনি চাইছেন আপনি যেন তার আত্মজীবনী রচনায় তাকে সাহায্য করেন। এর আধ ঘণ্টা পরেই আমি শার্ল দ্য গল এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি।" তাকে দেখার পর প্রথমেই আপনার কী মনে হয়েছিল? এন্ড্রু ডনকিন বলছেন, মেহরান ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাবান এক ব্যক্তি। তার জীবনে তাকে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। "তিনি এমন একটা বিমানবন্দরে ছিলেন যা সবসময় ব্যস্ত। সেখানে সারাক্ষণ শব্দ হচ্ছে, মাইকে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। ফলে নানা রকমের দূষণের মধ্যে তাকে থাকতে হয়েছে। আশেপাশে যারা ছিল তাদের দিক থেকেও নানা ধরনের বিপদের ঝুঁকি ছিল।

কিন্তু লোকজনের প্রতি তিনি বেশ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিশ্বে কী ঘটছে না ঘটছে সেসব ব্যাপারে তিনি বেশ আগ্রহী ছিলেন।" "তিনি বেশ বুদ্ধিমান ছিলেন। তার ছিল উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। যার সঙ্গেই কথা বলতেন তার কথাই তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তাকে আমার খুব ভাল লেগেছিল। প্রথমবার সাক্ষাতের পর থেকেই আমাদের মধ্যে একটা ভাল সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল," বলেন লেখক মি. ডনকিন। মেহরান থেকে আলফ্রেড মেহরান বিবিসিকে বলেছেন যে তিনি অন্য আরেকটি নামে পরিচিত হতে পছন্দ করতেন। তিনি বলছেন তার নাম মেহরান ইংরেজিতে অনেক কঠিন এবং তাকে যেন আলফ্রেড নামে ডাকা হয়। নাগরিকত্ব প্রার্থনা করে তিনি ব্রিটিশ দূতাবাসের কাছে চিঠি লিখেছিলেন। সেখান থেকে কেউ একজন তাকে জবাবে লিখেছেন- ডিয়ার স্যার অথবা ডিয়ার আলফ্রেড। এ বিষয়ে মেহরান লেখক এন্ড্রু ডনকিনের কাছে কৌতুক করে বলেছিলেন যে ব্রিটিশ সরকার তাকে নাগরিকত্ব দেয়নি, কিন্তু তাকে নাইটহুড উপাধি দিয়েছে। এন্ড্রু ডনকিনও তার সঙ্গে আড়াই সপ্তাহ বিমানবন্দরে কাটিয়েছেন। প্রতিদিন আট ঘণ্টা করে মেহরানের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। তার মুখ থেকে সব গল্প শুনেছেন। শুনে শুনে স্যার আলফ্রেড মেহরানের জীবনী রচনা করেছেন। আমি যখন তাকে সরাসরি কোনো প্রশ্ন করেছি, যেমন বার্লিনে ১৯৮৪ সালে আপনার কী হয়েছিল, তখন তিনি বলতেন- না না তেমন কিছুই ঘটেনি, আমি কিছুই মনে করতে পারছি না। কিন্তু যখনই আমি তার সঙ্গে সমকালীন ঘটনা প্রবাহ নিয়ে কথা বলেছি তখন তিনি বার্লিনে সেসময়কার খুঁটিনাটি অনেক কিছুই মনে করতে পেরেছেন।"

কিন্তু এয়ারপোর্টে তিনি কী করতেন? সেখানে তিনি কীভাবে সময় কাটিয়েছেন? "প্রত্যেকদিন সকালে যখনই মাইকে ঘোষণা দেওয়া শুরু হতো, তিনি ঘুম থেকে জেগে ওঠতেন। সাথে সাথেই তিনি ওয়াশরুমে চলে যেতেন। অন্য কেউ সেখানে যাওয়ার আগেই তিনি সেখানে চলে যেতেন। তারপর তিনি সকালের নাস্তা খেতেন। সাধারণত ম্যাকডনাল্ডসে বসেই নাস্তা করতেন। দুপুরের খাবার, বিকালের নাস্তাও তিনি ঠিক একইভাবে করতেন।" কিন্তু এতোগুলো বছর তিনি কীভাবে সেখানে থাকতে পারলেন? এর জন্য যে খরচের প্রয়োজন সেটা তিনি কীভাবে মেটাতেন? এন্ড্রু ডনকিন জানান বিমানবন্দরে যেসব কর্মী কাজ করতো তাদের দেওয়া মিল ভাউচার দিয়ে তিনি এসব খরচ মেটাতেন। এসব ভাউচার দিয়ে খাবার কেনা যেত। "তাদের কাছে সবসময়ই অতিরিক্ত কিছু ভাউচার থাকতো। তারা তার প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিল এবং যখনই তার বেঞ্চের পাশ দিয়ে যেত, তখনই তারা তাকে কিছু ভাউচার উপহার দিতেন," বলেন তিনি। মেহরান কারিমি নাসেরি এয়ারপোর্টে তার দিনের বাকি সময় ডায়রি লিখে কাটাতেন। "এয়ারপোর্টের ডাক্তার আলফ্রেডকে বেশ কিছু এ-ফোর সাইজের কাগজ দিয়েছিলেন। আলফ্রেড তার দিনলিপি লেখার কাজে এসব কাগজ ব্যবহার করেছিলেন। প্রতিদিন সম্ভবত তিনি ২০ পাতার মতো লিখতেন। তিনি যা কিছু খেতেন, যাদের সঙ্গে কথা বলতেন এসবই তিনি লিখে রাখতেন। সমকালীন নানা ঘটনাপ্রবাহ নিয়েও তিনি প্রচুর লিখেছেন," বলেন এন্ড্রু ডনকিন। এসব করতে করতেই তার অনেক সময় চলে যেত। বাকি সময় তিনি বই পড়ে কাটাতেন। ইতিহাস ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ব্যাপারে তার অনেক আগ্রহ ছিল। মেহরান কারিমি নাসেরি ১৯৯৪ সালে বিবিসিকে একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন এয়ারপোর্টে বাস করার মধ্যে ভালো এবং খারাপ দুটো দিকই আছে। ওই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "শার্ল দ্য গল বিমানবন্দরে আমার অভিজ্ঞতা খুব একটা খারাপ নয়। প্রতিদিনই আমি খুব সুন্দর সময় কাটানোর চেষ্টা করেছি। অল্প কিছু জায়গার মধ্যে আমি একাই ছিলাম। সুখী হওয়ার মতো খুব বেশি কিছু ছিল না। তবে আমি আশা করি যে সবকিছুই সুন্দরভাবে শেষ হবে।" কেন যুক্তরাজ্যে যেতে চেয়েছিলেন মেহরান কারিমি নাসেরির জন্ম ইরানে, ১৯৪৫ সালে। যদিও তিনি বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে থেকেছেন। পিতার পরিবার ভেঙে যাওয়ার কারণে ব্রিটিশ মায়ের সন্ধানে তিনি যুক্তরাজ্যে চলে আসতে চেয়েছিলেন।

পাসপোর্ট ছাড়াই তিনি কিভাবে এতো জায়গায় গিয়েছিলেন তা পরিষ্কার নয়। কেউ কেউ বলেন যে মেহরান স্বেচ্ছায় ইরান ছেড়ে চলে গেছেন। আবার কেউ বলেন যে তাকে ইরান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এয়ারপোর্টে ১১ বছর ধরে অপেক্ষা ও আইনি লড়াই-এর পর ১৯৯৯ সালে তাকে শরণার্থীর মর্যাদা দেওয়া হয়। ফলে তিনি ফ্রান্সে বসবাসের অধিকার অর্জন করেন। কিন্তু মেহরান ফ্রান্সে থাকতে চান নি। তিনি মনে করেন যে তার সঙ্গে সেখানে খারাপ আচরণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, "আমি মনে করি এরকম একটা পরিস্থিতিতে কেউ ১১ বছর ধরে থাকতে পারে না। এর সাথে ২/৩/৪টা সরকার জড়িত। কোনো আপিল গ্রহণ করা হয়েছে আবার কোনো আপিল প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আমার মতো ইমিগ্রেশন কেস হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।" মেহরান কারিমি নাসেরি এক পর্যায়ে বিমানবন্দরে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন এবং তিনি আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিবিসিসহ অনেক মিডিয়াতেই তার খবরটি গুরুত্ব দিয়ে প্রচারিত হয়।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয় বিমানবন্দরে আটকে পড়া মেহরান তথা আলফ্রেড অদ্ভুত এক আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে হারিয়ে গেছেন। তার এই কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে হলিউডে একটি সিনেমাও তৈরি হয়েছে। ২০০৪ সালে দ্য টার্মিনাল নামে এই ছবিটি নির্মাণ করেছেন স্টিভেন স্পিলবার্গ যাতে টম হ্যাঙ্কস অভিনয় করেছেন। এজন্য মেহরানকে প্রায় পৌনে তিন লাখ ডলার দেওয়া হয়েছে। এর পর তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন এবং অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে চিঠি পেতে শুরু করেন।

"তার গল্প মানুষকে স্পর্শ করেছে। প্রথমত এটি একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। দ্বিতীয়ত এটা অনেকটা পেডিংটন স্টেশনে একটা পেডিংটন বেয়ার খুঁজে পাওয়ার মতো ঘটনা। এয়ারপোর্টেও তিনি একা ছিলেন। তিনি একজন ভাল মানুষ। তিনি যেন পৃথিবীর একজন হারিয়ে যাওয়া মানুষ," বলেন মি. ডনকিন। "আমার মনে হয় এই ঘটনার সাথে যে রহস্য ঘিরে আছে, সেটাও একটা কারণ। কেউ কেউ মনে করেন তিনি ভাগ্যবান কারণ তিনি এয়ারপোর্টে থাকেন, তার কাঁধে পরিবারের দায়িত্ব নেই, মর্টগেজের বোঝা নেই। আবার অনেকে তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন কারণ তার জীবনটা একটা এয়ারপোর্টে আটকা পড়ে গেছে।"

মেহরানের জীবনী এন্ড্রু ডনকিনের বই প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। মেহরানকে বই-এর একটি কপি দেওয়ার জন্য তিনি আবার গিয়েছিলেন শার্ল দ্য গল এয়ারপোর্টে। "আমি কিছুটা নার্ভাস ছিলাম। ভাবছিলাম যে তিনি বইটা পছন্দ করেন কি না। আমার সঙ্গে যখন দেখা হলো তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে এন্ড্রু বলে চিৎকার দিয়ে উঠল। আমি বললাম আলফ্রেড আমি তোমার জন্য বই-এর একটা কপি নিয়ে এসেছি। তখন সে 'দারুণ' বলে চিৎকার দিয়ে উঠল।" "এ সময় তার এক বন্ধু, যে সামান্য দূরে একটা নিউজপেপারের দোকান চালাত, সে এগিয়ে এলো। তার দোকানেও এই বই-এর ১০০টির মতো কপি ছিল, যা সে যাত্রী ও হলিডেতে যাওয়া লোকজনের কাছে বিক্রি করছিল। লোকেরা বই কিনে চলে যাচ্ছিল আলফ্রেডের কাছে তার অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য," বলেন তিনি। মেহরান শার্ল দ্য গলে তার কথিত বাড়ি ছেড়ে চলে যান ২০০৬ সালে। তার এই বাড়ি ছিল এক নম্বর টার্মিনালের ডিপারচার লাউঞ্জে লাল রঙের একটি বেঞ্চ। এর পর তার ফুসফুসে সংক্রমণের কারণে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

পরে মেহরানকে আর এয়ারপোর্টে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তার যেসব জিনিসপত্র ছিল সেগুলো প্যারিসে গৃহহীনদের একটি আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়। তবে তিনি ঠিকই ফিরে এসেছিলেন ২০২২ সালে। এর কয়েক সপ্তাহ পর ১২ই নভেম্বরে তিনি এয়ারপোর্টে মারা যান। তখন তার বয়স হয়েছিল ৭৬।

কংগ্রেস, হিন্দুত্ববাদী ও আম্বেদকর: বিতর্ক আজও চলছে

শোভনলাল চক্রবর্তী

আম্বেদকরকে যদি একটিমাত্র বিশেষণে তুলে ধরতে হয়, হয়তো অগ্রাধিকার পাবে "বিতর্কিত" শব্দটি। গত শীতের সংসদে আম্বেদকর-কাণ্ড অনেক দিন পর অক্ষরে অক্ষরে তা মিলিয়ে দিয়েছিল। রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাত আম্বেদকরকে কেন্দ্র করে এখন জটিল রূপ নিচ্ছে, হয়তো আরও নেবে। সেই রাজনীতির জটিল রাস্তা বিচার করার আগে স্পষ্ট একটা ইতিহাসের তথ্য চাই-জহরলাল নেহরুর সঙ্গে আম্বেদকরের রাস্তা চূড়ান্তভাবে আলাদা হয়ে গেল কখন এবং কেন। হিন্দু কোড বিল ছিল সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত। প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং আম্বেদকর দুই জনেই ছিলেন হিন্দু কোড বিল আনার পক্ষে। সেই সংস্কারের মাধ্যমে হিন্দু সমাজের অন্তঃস্থিত নানারকম বৈষম্য এবং অনাচারের নিরসন হতে পারে বলে তাঁরা ভাবছিলেন। যেমন, সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকারের সূত্রপাত, বহুবিবাহ রোধ, বিধবার পুনর্বিবাহে স্বীকৃতি, এক জাতের মধ্যে বিবাহের বাধ্যতা লোপ, এই সব কয়টি বিষয়ই সেই বিলে ছিল। আম্বেদকরের ভাষায়, হিন্দু সমাজের মূল সূত্রটা আছে শ্রেণির সঙ্গে শ্রেণির, জাতির সঙ্গে জাতির বিরোধ চালু রাখার মধ্যে, আর সেখানে যদি সংস্কার না আনা যায় তা হলে কোনও সাংবিধানিক অধিকারেরই কোনও অর্থ থাকে না। বুঝতে অসুবিধা হয় না, কী প্রবল বিরোধিতার সামনে পড়েছিল এই বিল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়রা খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন এই বিলের বিরুদ্ধে। শেষ অবধি তুমুল চাপের সামনে প্রধানমন্ত্রী পিছু হটতে বাধ্য হন। তার প্রত্যক্ষ ফলাফল, আম্বেদকরের পদত্যাগ। নেহরু কেন পিছিয়ে এলেন? ১৯৫১ সালে প্রথম জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি তখন শুরু হচ্ছে, হয়তো তাই সময় নিয়েছিলেন তিনি। অর্থাৎ? নেহরু ও তাঁর কংগ্রেসের সঙ্গে আম্বেদকরের সেই সময়ের বিচ্ছেদটি ঘটিয়েছিলেন সনাতন-পন্থী হিন্দুত্ববাদী নেতারাই। নেহরু তাঁদের চাপে পশ্চাদপসরণ করেছিলেন।

আম্বেদকর তা মানতে পারেননি। এই ইতিহাস পিছনে লুকিয়ে বিজেপি নেতারা আজকের কংগ্রেসকে আম্বেদকর- বিরোধী বলে গাল দিলে তাতে কেবল অর্ধসত্য বলা হয় না, অন্যায়ের ভারা পূর্ণ হয় একশো শতাংশ। আম্বেদকরের আজীবন সংগ্রাম হিন্দু সমাজের সামাজিক বৈষম্য ও অনধিকারের বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামে তিনি সে দিন ছিলেন প্রায় একাকী। ক্রমবর্ধমান বিদ্বেষ ও বিরোধে পরিপূর্ণ এই উত্তরোত্তর হিন্দুত্ব অভিমুখী ভারতে আজও তিনি ততটাই একাকী। কোনও রাজনীতিই তাঁকে আত্মসাৎ করতে না পারুক, এটাই কাম্য। তেমন রাজনীতি এখনও এই ভারত নির্মাণ করতে পারেনি। বাস্তবিক, বাবাসাহেব আম্বেদকর এমনই একজন রাজনৈতিক বা দার্শনিক ব্যক্তিত্ব, যাঁকে নিয়ে বিতর্ক হাতাহাতি-মারপিটের পর্যায়ে চলে যাওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিক তো কিছু নেই বটেই, এক দিক দিয়ে দেখলে ভারতের বিবিধ ভয়ঙ্কর বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকা এই মানুষটির ক্ষেত্রে সেটাই যেন সবচেয়ে "স্বাভাবিক"। যে ভারতে কেবলই আম্বেদকরের গুণগান হয়, এবং তাঁর অভিমুখে ভক্তিরসের বন্যা বইতে থাকে, সেই ভারতই বরং সন্দেহের উদ্রেক ঘটায়, ভক্তিডালার পিছনে কিছু কালো আছে, প্রতারণা আছে, এমনই মনে হয়। বিশেষত যে ভারতীয় জনতা পার্টি সর্বার্থেই জনসঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভার উত্তরসূরি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পার্শ্বগামী তার শাসনে যখন আম্বেদকর-ভক্তির প্রবাহ বইতে থাকে, তখন সেই সন্দেহ ঘোর আতঙ্কে পরিণত হয়, প্রতারণা মিথ্যাচার হয়ে যায়। আবার, কংগ্রেসের দিক থেকেও আম্বেদকর-ভক্তি কিছুটা আতিশয্য-মাফিক, এবং রাজনীতির প্রয়োজনে আলঙ্কারিক, তাও বুঝতে অসুবিধা নেই। আম্বেদকরের নাম বার বার জপে কংগ্রেস ও বিরোধী নেতারা প্রতারণা করছেন- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কথাটি যে ভাবে বলেছিলেন তা অত্যন্ত কুরুচিসম্পন্ন। তবে এতে কিছু সত্যাণু রয়েছে। নেহরুরনেতৃত্বে কংগ্রেসের সঙ্গে আম্বেদকরের একাধিক সংঘাতবিন্দু ছিল, আজ যে কথা আর তোলা হয় না। কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটি আরও বড় সত্য স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হওয়া দরকার। তা হল, কংগ্রেসের থেকে তাঁর অনেক বেশি, অনেক মৌলিক, অনেক ব্যাপক সংঘাত ছিল হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে। ফলে বিজেপি এখন তাঁকে যে ভাবে "ব্যবহার" করে, তার মধ্যে ইতিহাসের আরও বড় অন্যায় আছেই, দ্বিচারিতা ও মিথ্যাভাষণ আছে ভূরি ভূরি। অমিত শাহ এবং তাঁর দল প্রথমে নিজেদের দিকে আঙুল তুলুন, তার পর অন্য কারও কথা ভাববেন, বলবেন।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি আমরা এক স্ববিরোধী জীবনে প্রবেশ করতে চলেছি। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের সাম্য থাকবে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে থাকবে অসাম্য। বলেছিলেন আম্বেদকর ২৫ নভেম্বর, ১৯৪৯-এ গণপরিষদে ভাষণ দিতে গিয়ে। সংবিধানের খসড়া গৃহীত হওয়ার জন্য পেশ করে, গণপরিষদের অতি গুরুত্বপূর্ণ খসড়া রচনা কমিটির সভাপতি ভীমরাও আম্বেদকরের সেই সংবিধানেরই কার্যকারিতা সম্পর্কে এই অতীব তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণটি যাত্রা শুরুর দিন থেকেই বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দলিলটির "সীমা" বিষয়ে আমাদের সচেতন করে। এমন "স্ববিরোধ" অবশ্য বিশ্বের সব সংবিধানেই কমবেশি আছে। ব্রিটেনের সুপ্রাচীন "অলিখিত" সংবিধানের উৎসমুখ, বিদ্রোহী ভূস্বামী ব্যারনদের ও চার্চের সঙ্গে রাজার বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য, কিছু অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে, ইংল্যান্ডের রাজা জন-এর জারি করা ১২১৫ সালের সনদ "ম্যাগনা কার্টা"। কিংবা ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে প্রস্তুত হওয়া ও ১৭৮৯-এ প্রণীত আমেরিকার সংবিধান; অথবা, ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) সময় গৃহীত "মানুষ ও নাগরিকদের জন্য অধিকারসমূহ"; বা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রাজতন্ত্রের অবসান হলে জার্মানির ভাইমার প্রজাতন্ত্রের সংবিধান, সবেতেই খুঁজলে ছোট- বড় নানা অসঙ্গতি- সীমাবদ্ধতা চোখে পড়বে। ভারতের সংবিধান প্রণয়ন ও চালু হওয়ার মুহূর্তে অবশ্য দু'টি লক্ষণীয় বিপরীত প্রতিক্রিয়া ছিল। এক দিকে, দেশভাগের যন্ত্রণা বহন করেও সংবিধান-রচনার জটিল গুরুভার পালন করে শেষ অবধি ২৬ নভেম্বর তা গৃহীত হওয়ায় উচ্ছ্বাস ছিল। অনেকেই ভেবেছিলেন, দেশের এই মৌলিক আইনগুচ্ছ এবং তার প্রস্তাবনায় বলা, "ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব"-এর আদর্শ মেনে নতুন রাষ্ট্র সুবিচার ও সার্বিক সমৃদ্ধির প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবে। অন্য দিকে, ছিল তীব্র অবিশ্বাসের ভ্রুকুটি। ১৯৪৮ সালে নিষিদ্ধ হওয়া, বি টি রণদিভের নেতৃত্বাধীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আওয়াজ তুলেছিল "ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়"। তবে কি সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা উপরে উদ্ধৃত বক্তৃতায় এমন কিছুরই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন? পুরো বক্তব্য খুঁটিয়ে পড়লে অবশ্য স্পষ্ট হয়, অসঙ্গতির কথা বললেও আম্বেদকর কিন্তু "রক্তাক্ত বিপ্লবের" পথকেও সমর্থন করেননি, বরং এই পন্থাকে "নৈরাজ্যের ব্যাকরণ" আখ্যা দিয়ে বলেছেন যখন সামাজিক ও আর্থিক লক্ষ্যপূরণের জন্য সাংবিধানিক উপায় রয়েছে, তখন তাকে ধরেই এগোতে হবে, এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে সামাজিক গণতন্ত্রে রূপান্তরিত করতে হবে। এইভাবে, সংবিধানের কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেও শেষ পর্যন্ত আম্বেদকর তাকে কাজে লাগিয়েই আর্থসামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন। ফলে, কেবল নেহরু-প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেসের বড় নেতারা নন, বা ধনিক শ্রেণির মানুষই নন, যুগসঞ্চিত শোষণ- বঞ্চনার শিকার মানুষদেরও একটা বড় অংশ সাংবিধানিক অধিকারকে হাতিয়ার করেই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়েছেন। আম্বেদকর-বর্ণিত বৈপরীত্য ছাড়াও একাধিক বিতর্ক বেধেছে সংবিধানকে ঘিরে। যে হেতু স্বাধীনতার পরও ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর সদস্য, তাই ভারতকে কি প্রকৃত অর্থে "স্বাধীন" বলা যায়, না কি কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার মতোই সে স্বায়ত্তশাসনভুক্ত (ডোমিনিয়ন) দেশ? বা, সংবিধানের প্রথম থেকেই ভারতকে যেভাবে রাজ্যদের "সঙ্ঘ" (ইউনিয়ন) বলা হয়েছে (১ নং ধারা); নতুন রাজ্যগঠন, রাজ্যের সীমানা/ নাম পরিবর্তনে যে ভাবে কেন্দ্রীয় আইনসভার পাল্লা ভারী (২-৪ নং ধারা); সপ্তম তফসিল-এ প্রদত্ত কেন্দ্র, রাজ্য ও যুগ্ম তালিকায় বর্ণিত সরকারের নানা বিভাগের কাজ ও দায়িত্বের ভাগাভাগিতেও যে ভাবে কেন্দ্রমুখিতা প্রকট তাতে কি ভারতকে আদৌ "যুক্তরাষ্ট্র" বলা যায়? কিংবা, প্রথম ধারায় বলা "ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত" কি আসলে শহুরে ক্ষমতাবান "ইন্ডিয়া" আর গ্রামীণ (প্রান্তিক) "ভারত"-এর বৈপরীত্যময় সহাবস্থানের দ্যোতক।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাসের নেতৃত্বে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

অসমে থেকে পাকিস্তানের দালালি ? ছাড়া হবে না কাউকে, হুংকার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

হোজাই (অসম), ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : অসমের হাওয়া-বাতাস-অন্ন খেয়ে পাকিস্তানের দালালি? এ সব আর চলবে না, ছাড়া হবে না পাকিস্তানের কোনও দালালকে। গতকালের পর আজও একই ভাষায় পাকিস্তানি দালালদের সতর্ক করে এই হুমকি দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের পালে হাওয়া তুলতে আজ হোজাইয়ে এক নির্বাচনী সমাবেশ মঞ্চে পেহেলগাম হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে নিহতদের পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভারত থেকে পাক সন্ত্রাসীদের নিঃশেষ করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে শক্তি দিন ভগবান। দেশের যে সব পাকিস্তানের দালাল আছে তাদের খতম করতে হবে। আমাদের আশেপাশে অবস্থানকারী একাংশ পাকিস্তানের সমর্থনে প্রচার করছে। অসমে ভূমিতে থেকে যারা পাকিস্তানের দালালি করবে তাদের ছাড়া হবে না।'

নাম না ধরে সাংসদ গৌরব গগৈয়ের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেন, 'আমাদের একজন কংগ্রেস সাংসদ বিধিবহির্ভূতভাবে সরকারকে না জানিয়ে আটারি সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানে গিয়ে ১৫ দিন থেকে এসেছেন। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রামাণিক তথ্য অসম সরকারের হাতে আছ। এ ধরনের ব্যক্তিকে আমরা ক্ষমা করব না, কঠোর থেকে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

তিনি বলেন, 'কাশ্মীরের পহেলগামে কোন ধর্মাবলম্বী জিজ্ঞেস করে বেছে বেছে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। কেউ নিজেকে হিন্দু বলার সঙ্গে সঙ্গে পত্নী-সন্তানের সামনে স্বামীকে গুলি করে মারা হয়েছে। হিন্দু হওয়া কি দোষের?' হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, 'ভারতে পাঁচ হাজার বছরের পুরনো হিন্দু, চন্দ্র-সূর্য যতদিন থাকবে ততদিন হিন্দু থাকবে। সন্ত্রাসবাদীদের ভয়ে আমরা কাশ্মীর যেতে পারব না? তা আমরা কখনও মেনে নেব না। সন্ত্রাসবাদীদের ভয়ে যদি অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আসতে না পারি, তা-ও মেনে নেব না আমরা। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমান, সকলকে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করতে হবে।'

তিনি বলেন, 'বিজেপির শাসনামলে হিন্দু-মুসলমান -খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা নিরাপদে আছেন। আমরা সরকারি প্রকল্প বিলি করতে কোনও সুবিধাভোগীকে আপনি কোন ধর্মাবলম্বী বলে জিজ্ঞেস করি না। বিজেপি সরকার সব ধর্মের মানুষকে প্রকল্প দিচ্ছে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কংগ্রেস মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, বলছে ওয়াকফ আইন বলবৎ হলে বিজেপি নাকি মসজিদ ভেঙে দেবে। অথচ দেখুন, অসমে বিজেপি সরকার আসার পর মসজিদের সংখ্যা বেড়েছে।'

পঞ্চায়েতের নির্বাচনী সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'নরেন্দ্র মোদী হিন্দু, মুসলমান সহ সব ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে আছেন। আমরা কেবন সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে নেই। কোনও মুসলমান কি চান ভারতে থাকুক সন্ত্রাসবাদী? রাহুল গান্ধী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিভক্ত করছেন। এসসি, এসটি, ওবিসির নামে হিন্দুদের ভাগ ভাগ করার চেষ্টা করছেন রাহুল গান্ধী। দেখুন, সন্ত্রাসবাদীরা কিন্তু এসসি, এসটি, ওবিসি কিনা জিজ্ঞেস করেনি! অতএব আমাদের এক হয়ে থাকতে হবে, ঐক্যবদ্ধ থাকলেই আমরা সুরক্ষিত থাকব।'

হাইলাকান্দিতে অস্থায়ী সাফাই কর্মীদেরকে সামাজিক সুরক্ষা বীমায় আনার নির্দেশ

হাইলাকান্দি (অসম) ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : আসাম রাজ্যিক সাফাই কর্মচারী কমিশনের চেয়ারম্যান বাইজনাথ বাশফোর সরকারি বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত অস্থায়ী সাফাই কর্মচারীদেরকে সামাজিক সুরক্ষা বীমায় আনার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বৃহস্পতিবার হাইলাকান্দিতে সরকারি বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে তাদের বিভাগীয় অস্থায়ী সাফাই কর্মীদের কল্যাণের লক্ষ্যে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে এই নির্দেশ দেন। তিনি যেসব বিভাগে সবাই কর্মচারী নেই তাদের প্রয়োজন হলে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সাফাই কর্মচারীর প্রস্তাব পাঠানোর পরামর্শ দেন। সভায় হাইলাকান্দি পুরসভা ও লালা পুরসভা থেকে জানানো হয়, তাদের অধীনে সাফাই কর্মীদেরকে সুরক্ষা কিট যেমন গামবুট, হ্যান্ড গ্লোব, ফেস মাস্ক, রেনকোট ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান বাশফোর সাফাই কর্মচারীদেরকে এইসব সুরক্ষা কিট ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়ে তাদের যেকোন সমস্যায় কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। তিনি বলেন সাফাই কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য উচ্চ শিক্ষার বৃত্তি রয়েছে। প্রয়োজনে ওয়েবসাইটে গিয়ে দরখাস্ত দাখিল করতেও তিনি পরামর্শ দেন। সভায় অংশ নিয়ে জেলা কমিশনার নিসর্গ হিভারে সাফাই কর্মচারীদের কে প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি যোজনা এবং আয়ুষ্মান ভারত ইত্যাদি বীমার আওতায় আনতে লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার কে ব্যবস্থা নিতে বলেন।

হাইলাকান্দিতে পোস্টেল ব্যালট ২৭ এপ্রিল থেকে

হাইলাকান্দি (অসম) ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীদের পোস্টাল ব্যালট পেপার আগামী ২৭ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দেওয়া হবে। পোস্টাল ব্যালট পেপার সেলের ইনচার্জ এডিসি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে ভোট দেওয়া ব্যালট পেপার আগামী ৩০ এপ্রিল থেকে ১০ মে পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে।

জনগণমুখী সংসদের জন্য বাংলাদেশে ই-পার্লামেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

মনির হোসেন,ঢাকা, ২৪ এপ্রিল।। ই-পার্লামেন্ট এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ওপর একটি উদ্বোধনী কর্মশালায় বক্তারা বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্বচ্ছ এবং জনগণমুখী সংসদীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটালাইজেশন এর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। বক্তারা বলেন, জনগণমুখী সংসদের জন্য ই-পার্লামেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়,জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এবং সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের সহায়তায় বৃহস্পতিবার ঢাকার একটি হোটেলে যৌথভাবে এ কর্মশালার আয়োজন করে। ইউএনডিপি বাংলাদেশ এর "স্ট্রেনদেনিং ইন্সটিটিউশনস, পলিসিস এন্ড সার্ভিসেস (ঝওচঝ)" প্রকল্পের আওতায় "ওহপবঢ়ঃরড়হ ডড়ৎশংযড়ঢ় ড়হ ব-চধৎষরধসবহঃ ঋবধংরনরষরঃু ঝঃঁফু" শীর্ষক দিনব্যাপী এই কর্মশালা উন্নয়ন লক্ষ্য, বিশেষ করে এসডিজি (ঝউএ)এর ৫: জেন্ডার সমতা এবং ১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কিত।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, একটি সংসদকে সত্যিকার অর্থে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে হলে, এটিকে স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক এবং জবাবদিহিতামূলক হতে হবে। ই-পার্লামেন্ট এর উদ্যোগ জনগণের আস্থা পুনর্নির্মাণ এবং সংসদীয় মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের একটি ঐতিহাসিক সুযোগ, যা আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত। কিন্তু এই উদ্যোগ সফল হওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই অবাধ, সুষ্ঠু এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রকৃত জনপ্রতিনিধিদের সংসদে নিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশে ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য তুলে ধরে বলেন, এটি কেবল অবকাঠামোর বিষয় নয় - এটি প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কিত। ডিজিটালাইজেশন কেবলমাত্র একটি বাহন, যার গন্তব্য একটি সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং ভবিষ্যতের জন্য সংসদ প্রস্তুত, যা গণতন্ত্রের আদর্শকে ধারণ করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ইউএনডিপি দীর্ঘস্থায়ী সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়কে সহযোগিতা করতে পেরে গর্বিত।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স (ভারপ্রাপ্ত) কোরিন হেনচোজ পিগনানি। তিনি বলেন, সংসদীয় কার্যক্রমকে আরও জনগণমুখী করে তোলাই নাগরিকদের সেবা দেওয়ার সর্বোত্তম উপায়। এ ধরনের উদ্যোগ জনগণের সঙ্গে সংসদের সংযোগকে আরও টেকসই করবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন , বাংলাদেশ সংসদ সচিবালয়ের সচিব মোঃ মিজানুর রহমান, এনডিসি। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ কে এম বেনজামিন রিয়াজী এবং ইউএনডিপি বাংলাদেশের সহকারী আবাসিক প্রতিনিধি আনোয়ারুল হক।

আগাতা ওয়ালচ্যাক, ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড প্রসেসেস স্পেশালিস্ট, ব্যুরো ফর পলিসি অ্যান্ড প্রোগ্রাম সাপোর্ট, ইউএনডিপি এবং অবিনাশ বিখা, পার্লামেন্টারি ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন স্পেশালিস্ট, ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ) অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন। তাঁরা সংসদীয় স্বচ্ছতা এবং জনসাধারণের সম্পৃক্ততার ওপর ডিজিটাল টুলস এর প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে আর্মেনিয়া, ভুটান ও সার্বিয়ার মতো দেশসহ বিশ্বব্যাপী সেরা অনুশীলনগুলির উদাহরণ তুলে ধরেন। ই-পার্লামেন্ট ফিজিবিলিটি স্টাডি এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংসদ সচিবালয়ের ঊর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সদস্য এবং ইউএনডিপি'র কর্মকর্তাগণসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর ও দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধান সভার অন্তর্গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রার্থীদের দৈনন্দিন নির্বাচনী খরচের হিসাব পরীক্ষার সভা ২৫, ২৭ ও ৩০ এপ্রিল

শ্রীভূমি (অসম) ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : শ্রীভূমি জেলার উত্তর ও দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধান সভার অন্তর্গত জেলা পরিষদ সদস্য, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য ও ওয়ার্ড মেম্বারদের দৈনন্দিন নির্বাচনী খরচের হিসাব পরীক্ষার সভা ২৫, ২৭ ও ৩০ এপ্রিল শ্রীভূমি জেলা পরিষদ কার্য্যালয়ের সভাকক্ষে প্রতিদিন সকাল সাড়ে ১০টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে। শ্রীভূমি জেলা পরিষদের মুখ্য কার্য্যবাহী আধিকারিক ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে এক্সপেনডিচার মনিটরিং সেলের দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক, নির্বাচনী ব্যয় পর্য্যবেক্ষকের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের অবগতির জন্য জানিয়েছেন যে নির্বাচন কমিশনের গাইড লাইন অনুসারে উত্তর ও দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধান সভার অন্তর্গত জেলা পরিষদ সদস্য, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য ও ওয়ার্ড মেম্বারদের দৈনন্দিন নির্বাচনী খরচের প্রথম হিসাব পরীক্ষা ২৫ এপ্রিল, দ্বিতীয় হিসাব পরীক্ষা ২৭ এপ্রিল এবং তৃতীয় হিসাব পরীক্ষার সভা ৩০ এপ্রিল প্রতিদিন সকাল সাড়ে ১০ টা থেকে জেলা পরিষদ কার্য্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রতি জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তাদের ইলেকশন এজেন্ট সহ দৈনন্দিন নির্বাচনী ব্যয়ের সব আপ টু ডেট নথিপত্র নিয়ে ওই সভায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া, প্রার্থীদের এ বি সি রেজিস্টার অনুসারে দৈনন্দিন হিসাব প্রস্তুত করতে এবং তা অ্যাকাউন্টিং টিমের কাছে হিসাব ক্রস চেকিং এর জন্য জমা দিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। যা পরবর্তীতে ওই তারিখে নির্বাচনী ব্যয় পর্য্যবেক্ষকের কাছে চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য দাখিল করা হবে।

দু'মিনিট নীরবতা পালন করে শুরু সর্বদলীয় বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): পহেলগামে জঙ্গি হামলার পর রাজধানীতে ততরপরতা তুঙ্গে। দুই মিনিট নীরবতা পালন করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সংসদ ভবন চত্বরে শুরু হয় সর্বদলীয় বৈঠক। পহেলগাঁও হামলার পরে বৃহস্পতিবার সর্বদল বৈঠকের ডাক দেয় মোদী সরকার। নর্থ ব্লকের তরফে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বিভিন্ন দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে 'পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করবেন'।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত হন অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, কিরেন রিজিজু, এস জয়শঙ্কর, নির্মলা সীতারমন, জে পি নাড্ডা, রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে, আসাউদ্দিন ওয়াইসি, সুপ্রিয়া সুলে-সহ শাসক ও বিরোধী শিবিরের একাধিক দলের নেতা-নেত্রীরা।

EMPLOYMENT NOTIFICATION

Online applications are invited for recruitment to the following posts under the Health & Family Welfare Department, GoT on purely temporary and fixed pay basis @ pay as indicated against each in table below plus additional remuneration increased by the Government from time to time. Candidates between the age limit of 18 and 40 yrs. and permanently residing in the State of Tripura shall be exclusively eligible for applying for the post. Upper age limit is relaxable by 5 yrs. for ST/SC/PwDs (PH)/Ex-serviceman.

Sl. No.	Name of post	vacancies	Pay/salary	Educational Qualification & desirable
01	02	03	04	05
01	Laboratory Technical (Blood)	39 (thirty-nine) nos. UR - 20 SC - 07 ST - 12	@ Rs. 20,475/- per month being 75% of the minimum slab of entry level pay in the Pay Level-9 of TSCS (RP) (1st Amendment) Rules, 2018	HS (+2 stage) with Science passed from any recognized institute and at least 02 (two) yrs. Diploma in Medical Laboratory Technology from any Institute Recognized by AICTE/UGC/Govt. recognized Board. Or Bachelor/B.Sc in Medial Laboratory Technology from any institute recognized by AICTE/UGC/Govt. recognized Board.
02	Radiology & Imagine Technologist	27 (twenty-seven) nos. UR - 14 ST - 8 SC - 06		HS (+2 stage) with Science passed from any recognized institute and a Diploma in Radiolgraphy at least 2 (two) yrs. duration from an institute recognized by or affiliated to AICTE/UGC/Govt. recognized board. Or Bachelor of Science in Radiography/Radio Diagnosis & Imaging Technology/Medical Technology (Radiography)/ Medical Radiologic Technology / Radiography & Imaging Science/Radiology & Imagine Technology or equivalent qualification from an institute recognized by or affiliated to AICTE/UGC/Govt. recognized board.
03	Optometrist	19 (nineteen) nos. UR - 10 SC - 3 ST - 6	@ Rs. 28,200/- per month being 75% of the minimum slab of entry level pay in the Pay Level-11 of TSCS (RP) (1st Amendment) Rules, 2018	H.S. (+2 stage) in Science passed from any recognized institute and 2 (two) yrs. Diploma in Optometry/ Ophthalmic Assistant Course from an institute recognized by AICTE/UGC/ Govt. recognized Board. Or Bachelor in Optometry/Bachelor in Ophthalmic Assistant from an Institute recognized by AICTE/ UGC/Govt. recognized Board.

Desirable: Knowledge in Bengali or Kokborok.
4% of total vacancies reserved for PWD candidates and 33% vacancy of each category reserved for women in accordance with Government policy.
Selection of candidate will be made by written examination which of 85 marks followed by viva voce/ interview which of 15 marks.
For submission of online application please visit Department's website www.health.tripura.gov.in or www.healthrecruitment.tripura.gov.in. The link for online application is available w. e. f. 28-04-2025 to 17-05-2025 (upto 5.00PM). No TA & DA is admissible for appearing either in written examination or interview. The number of vacancies may increase or decrease at any stage of selection.
ICA/D/098/25

Director of Health Services
Government of Tripura Agartala

INVITATION

Programme for Distribution of Offers of Appointment to the qualified candidates for the posts of

- **CDPO** (Social Welfare & Social Education Department)
- **ICDS Supervisor** (Social Welfare & Social Education Department)
- **Junior Engineer** (Public Works Department)
- **Assistant Manager** (Tripura State Co-operative Bank Ltd.)
- **Cash-Cum-General-Clerk** (Tripura State Co-operative Bank Ltd.)
- **Multi-Tasking Staff** (Tripura State Co-operative Bank Ltd.)

26th April, 2025 | 12.00 Noon
Rabindra Satabarshiki Bhawan, Hall No.1

In the august presence of
Prof. (Dr.) Manik Saha
Hon'ble Chief Minister, Tripura
along with
Shri Tinku Roy,
Hon'ble Minister, Social Welfare & Social Education etc. Department
Shri Sukla Charan Noatia,
Hon'ble Minister, Cooperation etc. Department
Shri Jitendra Kumar Sinha,
Chief Secretary, Tripura
Shri Kiran Gitte,
Secretary, PWD(R & B) etc. Department
Shri Tapas Ray,
Secretary, Social Welfare & Social Education etc. Department

You are cordially invited

Qualified candidates are requested to remain present by 9.30 AM with documents and other invitees are requested to remain present by 11.45 AM.

ICA/D-101/25

Shri Apurba Roy
Secretary, Government of Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 02/NIT/EE/PWD/AMP/2025-26 Dated: 17-04-2025
Memo No.F.TC-I(P-I)/EE/PWD/AMP/344-412 Dated: 17-04-2025

Cost of Tender form: Rs.1,000.00/- (One thousand) only.
Last date and time for document downloading and bidding: 01-05-2025 upto 15.00 hrs. Time and date for opening of bid: 01-05-2025 at 16:00 hrs. (if possible.)

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Class of Bidder
1	DNIT NO:- 01/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2025-26	Rs.22,80,585.00	Rs.45,612.00	90Days	Appropriate Class
2	DNIT NO:- 02/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2025-26	Rs.24,02,412.00	Rs.48,048.00	90Days	
3	DNIT NO:- 03/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2025-26	Rs.24,11,572.00	Rs.48,231.00	90Days	

Tender can also be seen in the website https://tripuratenders.gov.in.
All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD(R&B) office in office hours.

For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-270/25

Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur, Gomati Tripura

PNIe-T NO:- 05/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Dated: 11/04/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from reputed resourceful manufacturers / authorized sales and service dealer or Distributor having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/ Government Undertaking Buildings and Service Centre in Tripura for the following work:
Name of work: Providing, Installation, Testing and Commissioning of split type air conditioning system in Cabinet Section, Room No. 1210, 2nd floor, Secretariat Building, Agartala.
1. Estimated Cost: Rs 2,01,750.00
2. Earnest Money: Rs 4,035.00
3. Bid Fee: Rs 1,000.00
4. Last date & time for online Bidding: 30/04/2025 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICAC/261/25

Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

রূপচর্চা দরকার পুরুষদেরও

পুরুষদের কাছে ত্বকের যত্ন নেওয়ার মানে হল মুখ ধোওয়া আর শীতকালে ময়েশ্চারাইজার মাখা। অনেকেই জানেন না, পুরুষদের ত্বক মহিলাদের চেয়ে বেশি তৈলাক্ত হয়। সারাদিন রোদে, ধুলোধোঁয়ার মধ্যে ঘুরে ছেলেদের ত্বকের দফারফা হয়ে যায়। মেয়েদের রূপচর্চা নিয়ে যতটা চর্চা হয়, ছেলেদের ততটা হয় না। আর ছেলেরাও ত্বকের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে খুব একটা মাথা ঘামান না। ফলে, একটা সময়ে গিয়ে দেখা যায়, ত্বক অকালেই বুড়িয়ে যাচ্ছে, দাগছোপ পড়ছে। ত্বক রুক্ষ ও শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। ছেলেরা হয়তো ভাববেন, ত্বকের যত্ন নিতে কি ধাপে ধাপে "স্কিন কেয়ার রুটিন" মেনে চলতে হবে?একেবারেই নয়। কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখলেই হবে। ছেলেরা কী ভাবে ত্বকের যত্ন নেবেন?

ক্লিনজিং-বাইরে বেরোলেই ত্বকে ধুলোবালি জমা হতে থাকে। ত্বকে সহজেই নোংরা জমে যায়। সেগুলি সঠিক ভাবে পরিষ্কার না করলেই ব্রণ, ফুসকুড়ির সমস্যা দেখা দেয়। তাই ছেলেরা দিনে দু'বার ফেসওয়াশ ব্যবহার করতে পারলে ভাল। বাইরে থেকে ফিরলে ভাল করে ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নেবেন। ছেলেদের জন্য কী ধরনের ফেসওয়াশ জরুরি যা আগে জেনে নেবেন।

এক্সফোলিয়েশন-সপ্তাহে অন্তত তিন দিন এক্সফোলিয়েশন করা জরুরি। এক্সফোলিয়েশনে ত্বকের মরা কোষ দূর হয়। রন্ধ্রে জমে থাকা ময়লাও দূর হয়। ত্বক ভিতর থেকে সতেজ এবং জেল্লাদার হয়ে ওঠে। এর জন্য স্ক্রাবিং খুব জরুরি। ঘরোয়া উপাদান দিয়ে স্ক্রাব করে নিন।

ময়শ্চারাইজিং- ত্বকের ধরন যেমনই হোক, ময়েশ্চারাইজারের ব্যবহার নিয়মিত হওয়া জরুরি। ত্বক ভিতর থেকে কোমল, মসৃণ রাখতে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। তাই দিনে অন্তত এক বার হলেও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। তবে পুরুষদের ব্র্যান্ড দেখেই কিনুন। সানস্ক্রিন-মেয়েরা রোদে বেরনোর সময় যতটা সানস্ক্রিন ব্যবহার করে, পুরুষরা ততটা করে না। বরং বলা যায়, বেশিরভাগ ছেলেরা সানস্ক্রিন ব্যবহারই করে না।সানস্ক্রিন সূর্যের অতিবেগনি রশ্মি থেকে ত্বক সুরক্ষিত রাখে। সহজে কালো দাগছোপ পড়ে না। তাই সানস্ক্রিনের ব্যাপারে খেয়াল রাখলে ভাল হয়।

চোখের যত্ন- চোখের নীচের ত্বক তুলনায় পাতলা। তাই সহজেই এই ত্বক কুঁচকে যায়। ভিটামিন কে আছে এমন সিরাম ব্যবহার করুন ওই এলাকায়। তাতে ত্বকের ক্ষতি কম হবে।

লিপবাম- ঠোঁটের যত্ন বেশিরভাগ ছেলেরাই নেন না। ধূমপানের অভ্যাস যাদের আছে, তাদের ঠোঁটে খুব সহজেই কালো দাগ পড়ে যায়। তাই চেষ্টা করতে হবে ঠোঁটকে নরম ও আর্দ্র রাখার। লিপবামের ব্যবহার তাই খুব জরুরি। বেশি করে জল খান- যত বেশি জল খাবেন, ত্বক তত সতেজ থাকবে। ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে বেশি করে জল খাওয়া জরুরি। একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দিনে কম করেও তিন থেকে সাড়ে তিন লিটার জল জরুরি। তবে ডায়াবিটিস বা অ্য অসুখ থাকলে, কতটা জল খাবেন তা চিকিৎসকের থেকে জেনে নেওয়াই ভাল।

দেহের জন্য উপকারী কাজু বাদাম

কাঠ-বাদামের মতো কাজু বাদামও দেহের জন্য উপকারী। ওজনও বাড়ায় না। মজাদার কাজু বাদাম উচ্চ প্রোটিন, আঁশ ও স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ। এছাড়াও এতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ উপাদান যা শরীরকে সুস্থ রাখতে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। বিভিন্ন গবেষণার বরাত দিয়ে 'ইট দিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কাজুবাদাম খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল।

ওজন কমাতে পারে: ওজন কমাতে চাইলে কাজু বাদাম খাওয়া যেতে পারে, এটা কম ক্যালরি ও উচ্চ চর্বি-জাতীয় খাবার।

২০১৭ সালে ব্রাজিলের গোইআইস ফেডারেল ইউনিভার্সিটি'র 'ক্লিনিকাল অ্যান্ড স্পোর্টস নিউট্রিশন রিসার্চ ল্যাবরেটরি'র 'ফ্যাকাল্টি অফ নিউট্রিশন'য়ের করা গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত বাদাম খান তাদের ওজন অন্যদের তুলনায় নিয়ন্ত্রিত থাকে। এটা প্রোটিন, আঁশ ও চর্বির ভালো উৎস হওয়ায় পেট ভরা রাখে ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।

কাজু অতি সুস্বাদ হলেও এতে অন্যান্য বাদামের তুলনায় চর্বি ও ক্যালরি কিছুটা কম। এক পরিবেশন কাজু বাদামে গড়ে ১৩৭ ক্যালরি থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের বেল্টসভল হিউম্যান নিউট্রিশন রিসার্চ সেন্টার'য়ের ২০১৯ সালের করা গবেষণার ফলাফল বলে, মানব দেহ এই ক্যালরির ৮৪ শতাংশ পর্যন্ত শোষণ করতে পারে। কারণ এর বাকিটা বাদামের ত্বকেই আটকে থাকে। রক্ত চাপ হ্রাস পেতে পারে: আমেরিকার প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাই উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন। ২০১৯ সালের 'কারেন্ট ডেভেলপমেন্টস ইন নিউট্রিশন'য়ের সমীক্ষা অনুযায়ী, কাজু বাদাম খাওয়া উচ্চ রক্তচাপ কমায়। স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, হৃদরোগ ইত্যাদি সৃষ্টিকারী চর্বি 'ট্রাইগ্লিসারাইড'য়ের মাত্রা কমাতে কাজু বাদাম সহায়তা করে।

তবে, লবণযুক্ত কাজুবাদাম না খাওয়া ভালো, এতে রক্তচাপ বাড়ে। কোলেস্টেরলের মাত্রা উন্নত হতে পারে: দুই ধরনের কোলেস্টেরলের মধ্যে রয়েছে 'এলডিএল' ও 'এইচডিএল'। এলডিএল, ধমনীতে ক্ষতিকারক চর্বি জমাট বাঁধায় এবং এইচডিএল এই ক্ষতিকারক চর্বি এলডিএলকে যকৃতের দিকে বহন করতে সাহায্য করে। আদর্শগতভাবে, এলডিএল'য়ের মাত্রা কম আর 'এইডিএল'য়ের মাত্রা বেশি থাকা দরকার। আর এখানেই কাজু বাদাম কার্যকর হতে পারে।

২০১৭ সালে 'আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিক্যআল নিউট্রিশন'য়ে প্রকাশিত গবেষণার ফলাফলে বলা হয়, কাজু বাদাম খাওয়া খারাপ কোলেস্টেরল 'এলডিএল'য়ের মাত্রা কমায়। শুধু তাই নয়, ২০১৮ সালে 'জার্নাল অব নিউট্রিশন'য়ে প্রকাশিত গবেষণা অনুযায়ী কাজুবাদাম সমৃদ্ধ খাবার ভালো কোলেস্টেরল 'এইচডিএল'য়ের মাত্রা বাড়াতেও সহায়তা করে।

হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারে:২০০৭ সালে, 'ব্রিটিশ জার্নাল অব নিউট্রিশন'ইয়ে প্রকাশিত পর্যালোচনা থেকে দেখা গেছে, সপ্তাহে চারবারের বেশি কাজুবাদাম খাওয়া হৃদরোগের ঝুঁকি ৩৭ শতাংশ পর্যন্ত কমায়। ২০১৮ সালের 'জার্নাল অব নিউট্রিশন'য়ের করা সমীক্ষা থেকে জানা যায়, টানা ১২ সপ্তাহ লবণ ছাড়া ৩০ গ্রাম কাঁচা কাজু বাদাম খাওয়া টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়। এছাড়াও, এটা হৃদরোগ, রক্তচাপ কমাতে এবং 'এইচডিএল'য়ের মাত্রা বাড়াতে সহায়তা করে।

কাজু বাদাম মনোআনস্যাচুরেইটেড এবং পলিআনস্যাচুরেইটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের ভালো উৎস হওয়াতে লডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সহায়তা করে।

রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ: ডায়াবেটিস বা প্রি-ডায়াবেটিস থাকলে খাবারে কাজু বাদাম যোগ করা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০০৯ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব এন্ডোক্রিনোলজি অ্যান্ড মেটাবলিজম'য়ে প্রকাশিত সমীক্ষা থেকে জানা যায়, টাইপ ২ ডায়াবেটিসের রোগীদের মধ্যে যারা নিয়মিত কাজু বাদাম থেকে ১০ শতাংশ ক্যালরি গ্রহণ করেন তাদের ইন্সুলিনের মাত্রা অন্যদের তুলনায় কম ছিল। এতে থাকা আঁশ শর্করার মাত্রা বাড়ায় ধীরে রক্তে গ্লুকোজ নিঃসরণ করে। স্বাস্থ্যকর কপার পাওয়া যায়: শরীর সুস্থ রাখতে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে, লোহিত রক্ত কণিকা বাড়াতে, হাড় মজবুত করতে এবং সংযোজক টিস্যু সুস্থ রাখার পাশাপাশি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। কোষের ক্ষয় রোধ: বাদাম ও বীজ উপকারী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট 'ফ্রি র‍্যাডিকেল'য়ের কারণে হওয়া দেহের ক্ষতি কমায়। কাজু বাদাম পলিফেনল ও ক্যারোটিনয়েড আন্টিঅক্সিডেন্টের ভালো উৎস। কাচার তুলনায় ভাজা বাদামে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পরিমাণ বেশি থাকে।

জানা অজানার মাঝে 'বারো সাধকের কথা'

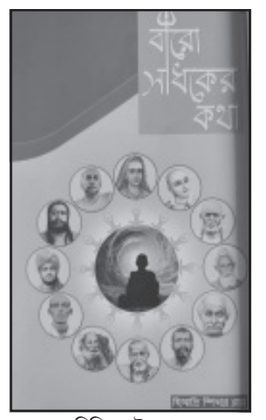

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

কথায় বলে, সাধন ভজন করলে মনের শান্তি মেলে। একজন প্রকৃত সাধকই পারে তাঁর ভক্তদের সঠিক মার্গ দর্শন করাতে। সদ্য লেখক হিমাদ্রি শিখর রায়ের 'বারো সাধকের কথা' বইটি সমাপ্ত করলাম। প্রাচীনকাল থেকেই সাধু-ঋষিরা অগণিত মানুষকে একটি নির্দিষ্ট ধর্মমত, দর্শন বা ভাবধারার প্রাণিত করেন। বিভিন্ন সময়ে অন্ধকারেও আলো দেখিয়েছেন। আজও দেখিয়েছেন, অনন্তকাল দেখিয়েও যাবেন। 'আদি শংকরাচার্য' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন কেরলের আলোয়াই স্টেশনের অন্তর্গত কালাডি গ্রামের শংকরাচার্যের বাবা শিবগুরু ও মা বিশিষ্ঠা দেবির কথা। যাঁদের একপ্রকার দিনযাপন হতো ভগবান শিবের নামগান করে। এই অধ্যায়ে শংকরাচার্যের ছেলেবেলা থেকে শুরু করে বেড়ে ওঠা, বার্ধক্যকাল বিভিন্ন লীলা অতি সহজেই ফুটে উঠেছে। 'তৈলঙ্গস্বামী' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের ভিজিয়ানা এলাকার হোলিয়া গ্রামের কথা। যেখানের সৎ, ধার্মিক জমিদার নরসিংহ রাও ও তাঁর স্ত্রী বিদ্যাবতীর সন্তান হিসেবে পরবর্তীতে জগৎখ্যাত হন তৈলঙ্গস্বামী। বইয়ের তথ্য অনুসারে, মহাদেবের কৃপাতেই শিবরাম তথা তৈলঙ্গস্বামীর জন্ম হয়। একদিন শিবমন্দিরে গিয়েছিলেন বিদ্যবতী। পুজো শেষে শিবের ধান মগ্ন থাকায় অন্যদিকে খেয়াল ছিল না তাঁর। সেসময় শিশু শিবরাম মার কাছে বসে খেলা করছিল। অনেকক্ষণ খেলতে খেলতে কখন যে শিবরাম ঘুমিয়ে পড়েছিল বিদ্যাবতী বুঝতে পারেন নি। আচমকা একটা জ্যোতি পড়ায় বিদ্যাবতী চোখ মেলে দেখেন মন্দিরের শিবের বিগ্রহ থেকে আলোকচ্ছটা নির্গত হয়ে সারা মন্দিরের ভেতরটা আলোকিত করে ফেলেছে। সেই জ্যোতি এসে ধীরে ধীরে ঘুমন্ত শিশু শিবরামের দেহে মিশে গেল।

'বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, নদিয়ার শান্তিপুরের কথা। বিজয়কৃষ্ণের বাল্যলীলা থেকে শুরু করে গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর, শ্রী রামকৃষ্ণ, ব্রহ্ম সমাজের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, গুরু ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির কথা সহজাতভাবেই ফুটে উঠেছে। এছাড়াও বইটির বাকি অধ্যায়গুলির শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্যামাচরণ লাহিড়ী, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, বামাক্ষ্যাপা, রামঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস, শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র প্রভৃতি মহামানবের কথা সূক্ষ্মরূপে ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন সাধকের ছবি দেওয়া অর্কিড

প্রকাশনীর অন্তর্গত বইটির মূল্য ২৯৫ টাকা, যা পাঠকমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সব পানীয় গরমে উপযুক্ত নয়

গরম মানেই বেশি করে জল পান করা উচিত, সকলেই জানেন। প্রবল ঘামে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় নুন ও প্রয়োজনীয় খনিজ। ফলে পাতিলেবুর শরবত, ওআরএস থেকে ফলের রস, নানা রকম জিনিস খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা।

কিন্তু জানেন কি গরমে কোন পানীয়ে ঘনিয়ে আসতে পারে বিপদ? কোন পানীয়ে বাড়তে পারে ডি-হাইড্রেশনের আশঙ্কা?

কফি-সকালে উঠে এক কাপ গরম কফি শরীর চাঙ্গা করে ঠিকই, তেমন আবার শরীর গরমও করে। প্রবল গরমের দিনে বিশেষত দুধ-কফি বাদ রাখাই ভাল। বেশি পরিমাণ কফি পানে ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতা দেখা দিতে পারে।

অ্যালকোহল- অ্যালকোহল গরমে পান করলে শরীরে দেখা দিতে পারে সমস্যা।

অ্যালকোহলের প্রভাবে শরীরে তাপমাত্রা আচমকা বেড়ে অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে। এই জাতীয় পানীয়ে তৈরি হতে পারে জলশূন্যতাও।

এনার্জি ড্রিংক- গরমে ক্লান্ত শরীরে দ্রুত শক্তি জোগাতে অনেকেই বেছে নেন "এনার্জি ড্রিংক"। এতে উচ্চ মাত্রায় চিনি ও ক্যাফিন থাকে। যার ফলে প্রবল গরমে এই পানীয় দ্রুত শক্তি জোগালেও খারাপ হতে পারে শরীর।

ক্রিমি মিল্কশেক-রকমারি ঠান্ডা পানীয়ে গলা ভেজাতে কার না ভাল লাগে? বিশেষত প্রবল তেষ্টায়। কিন্তু ক্রিম দেওয়া ঠান্ডা মিল্ক শেক খেতে যতই ভাল হোক, উচ্চ মাত্রার ক্যালোরিযুক্ত এই পানীয় হজমে কিন্তু সমস্যা হতে পারে। গরমের দিনে এই ধরনের পানীয় শরীর জন্য স্বাস্থ্যকর নয়।

কার্বোনেটেড পানীয়-ঠা-ঠা রোদে রাস্তা বেরোলেই জল তেষ্টা পায়। তেষ্টা মেটাতে ঠান্ডা কার্বোনেটেড পানীয় পছন্দ করেন অধিকাংশ লোকে। কিন্তু এই পানীয় মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়। এতে অনেক বেশি মাত্রায় চিনি যেমন থাকে, তেমনই থাকে প্রক্রিয়াজাত রাসায়নিকও। এই ধরনের পানীয় শরীরে জলশূন্যতা তৈরি করতে পারে।

তবে গরম মানেই জল পান জরুরি। এই ধরনের পানীয় বাদ দিয়ে পাতিলেবুর শরবত, মুসাম্বি, তরমুজের রস পান করা যেতে পারে। পান করা যেতে পারে লস্যি, দইয়ের ঘোলের মতো স্বাস্থ্যকর পানীয়।

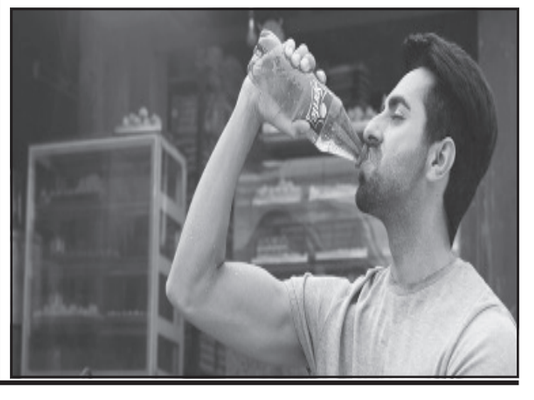

ওজন বাড়াতে 'বানানা শেইক'

কিছু মানুষ আছেন যারা প্রচুর খায়। তবে রোগাই থেকে যায়। এদের মধ্যে অনেকেই হয়ত উপদেশ পেয়েছেন কলার স্মুদি বা 'বানানা শেইক' পান করার।

ক্যালরি ও ভোজ্য আঁশ দুটোই বেশি থাকার কারণে ওজন বাড়ানোর জন্য কলা খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। অপরদিকে ওজন কমানোর চেষ্টায় যারা আছেন তাদেরকেও ব্যায়ামের পর আদর্শ খাবার হিসেবে এই ফল খেতে বলা হয়। এই দুই ধরনের মতবাদের যে দ্বন্দ্ব সেটা দূর করার চেষ্টা করা হলো খাদ্য ও পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে। কলার পুষ্টিমান: কলা ওজন বাড়ায় বলে মনে করা হলেও আসলে তা নয়। সস্তা আর পুষ্টিগুণে ভরা এই ফলে আছে প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য আঁশ, পটাশিয়াম। অপরদিকে চর্বির মান খুবই কম। যে কারণে ব্যায়ামের পর শরীরের কার্বোহাইড্রেইট'য়ের ক্ষুধা মেটাতে কলা অত্যন্ত কার্যকর। তবে কলার ওজন বাড়ানোর বদনাম গড়ে ওঠার পেছনে সম্ভবত এর উচ্চমাত্রার কার্বোহাইড্রেইট, ক্যালরি ও নিম্ন মাত্রার প্রোটিন দায়ী। মাঝারি আকারের একটি কলায় থাকে ১০৫ ক্যালরি আর ২৭ গ্রাম কার্বোহাইড্রেইট। কলায় আরও আছে ভিটামিন বি সিক্স, ভিটামিন সি, 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' ও 'ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট'। তাই এর বদনাম শুনে একে খাদ্যাভ্যাস থেকে বাদ দিয়ে হারাবেন বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান। ওজন বাড়াতে কলার ভূমিকা যেকোনো একটি খাবার ওজন কমানো কিংবা বাড়ানোর ক্ষমতা রাখে না। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস আর শরীরচর্চা দুটোই সমানতালে জরুরি, তা ওজন কমানো এবং বাড়ানো দুই ক্ষেত্রেই। তবে যাদের ওজন স্বাস্থ্যকর মাত্রার নিচে তারা খাদ্যাভ্যাসে কলা যোগ করলে ওজন বাড়াতে তা অবশ্যই সহায়ক হবে। কলার উচ্চ ক্যালরি তখনই ওজন বাড়াতে কাজে আসবে যখন তা সঠিক নিয়মে খাওয়া হবে। ওজন গ্রহণের জন্য এক গ্লাস ননীযুক্ত দুধ আর দুইটি কলা একসঙ্গে 'ব্লেন্ড' করে নিতে হবে। এবার তা গ্লাসে ঢেলে যোগ করতে হবে মধু ও বাদাম। গরুর দুধের পরিবর্তে 'আমন্ড মিল্ক' বা কাঠবাদামের দুধ ব্যবহার করতে পারেন, তাতে ক্যালরির মাত্রা আরও বেশি। আর পেশি বাড়াতেও 'আমন্ড মিল্ক' অপেক্ষাকৃত বেশি উপকারী। এই একই 'শেইক' ব্যায়ামের পর পরিমাণ মতো পান করলে দ্রুত পেশি গঠন করাও সম্ভব।

প্রতি দিন ১৫ মিনিটের হাঁটাহাঁটি বদলে দিতে পারে অনেক কিছু

ভাল থাকতে গেলে শরীর-মন, দুই-ই ভাল থাকা দরকার। ব্যস্ত জীবনে যদি সে ভাবে শরীরচর্চা করা না-ও যায়, ১৫ মিনিট সময় বের করা কি খুব কঠিন হবে? সেই ১৫ মিনিটে বরং বেরিয়ে পড়ুন হাঁটতে।

দিনের শুরুতে হলেই বেশি ভাল। তবে তা সম্ভব না হলে যে কোনও সময় এই হাঁটাহাটিটা খুব জরুরি। কেন, সেটাই জেনে নিন।

হৃদযন্ত্র ভাল রাখে: হাঁটা একটি সরল ব্যায়াম। এতে শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। দিনে মাত্র ১৫ মিনিট হাঁটাই একটু হলেও কমিয়ে দিতে পারে হৃদ্রোগের ঝুঁকি। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও শরীর সচল রাখতে নিয়মিত হাঁটা খুব জরুরি। মন ভাল রাখে' মাঝেমধ্যেই এমন হয় যে, কোনও কিছুই ভাল লাগছে না বা কাজ করে ক্লান্ত মনে হচ্ছে।সেই সময় যদি একটু হাঁটা যায়, বদল হবে মনের অবস্থার। কারণ, হাঁটলে এন্ড্রোফিনের মতো হরমোন নির্গত হয়, যা মনকে খুশি রাখতে সাহায্য করে। আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পর্যবেক্ষণ, নিয়মিত হাঁটহাটি অবসাদ ও উদ্বেগের মতো মানসিক সমস্যা দূরে রাখতে সাহায্য করে।

মস্তিষ্ককে সচল রাখে: নিয়মিত হাঁটায় মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতাও বাড়ে। মাত্র ১৫ মিনিট হাঁটাই স্মৃতিশক্তি বাড়াতে পারে। অ্যালঝাইমার্সের মতো রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ সাহায্য করে: ওজন কমানোর জন্য অনেকেই হাঁটাহাঁটিকে গুরুত্ব দেন। নিয়মিত হাঁটাহাটি স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। শুধু তা-ই নয়, ক্যালোরি ক্ষয় করতেও সাহায্য করে হাঁটা। যা ওজন কমানো বা নিয়ন্ত্রণের জন্য খুব প্রয়োজন।

তরতাজা করে তোলে: খানিকটা হাঁটহাটি মন ও শরীরকে চাঙ্গা করে তোলে। হাঁটলে শরীরে অক্সিজেন তুলনায় বেশি যায়। সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভাল ভাবে হয়। এই বিষয়গুলি শরীর ও মন তরতাজা করে তোলে। পেশি ও হাড় মজবুত করে: নিয়মিত হাঁটাহাটিতে যে হেতু পেশি থেকে হাড়, সব কিছুরই ব্যায়াম হয়, তাই সেগুলিও মজবুত হয়ে ওঠে।

ঘুম ভাল হয়: শুলেই যাঁদের ঘুম আসে না, সাধ্যসাধনার দরকার হয়, তাঁদের ক্ষেত্রে এই হাঁটা খুব উপকারে আসে। দিনে অন্তত ১৫ মিনিট হাঁটলেও শরীরে শক্তি ক্ষয় হয়। তার জেরেই ঘুম ভাল হয়।

পেঁয়াজের রসের গুণেই দূরে চলে যাবে ত্বকের সমস্যা

আমিষ রান্নায় পেঁয়াজের ভূমিকা অনবদ্য। পেঁয়াজ ছাড়া রান্নার কথা ভাবাই যায় না। তবে পেঁয়াজ যে শুধু রান্নায় ব্যবহার করা যায়, তা কিন্তু নয়। পেঁয়াজ রান্না ছাড়াও রূপচর্চাতেও ব্যবহার করতে পারেন। বিশেষ করে ত্বকের যত্নে পেঁয়াজের রস বেশ উপকারী। ত্বকের কোন সমস্যাগুলির মুশকিল আসান করতে পারে পেঁয়াজের রস?

দাগছোপ তাড়াতে

নানা কারণে ত্বকে দাগছোপ পড়তে শুরু করে। দাগবিহীন ত্বক পাওয়া সহজ নয়। তবে দাগছোপ তাড়াতে পেঁয়াজের রসে ভরসা রাখতে পারেন। ত্বকের জেদি দাগ তুলতে সাহায্য করে পেঁয়াজের রস। পেঁয়াজের রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে ত্বকের দাগছোপ পড়া অংশে লাগান। কয়েক দিন নিয়ম করে ব্যবহার করলে ত্বকে ফিরবে জেল্লা।

অকালবার্ধক্য ঠেকাতে

একটা সময়ের পর ত্বকে বয়সের ছাপ পড়তে শুরু করে।

পেঁয়াজের রসে থাকা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ত্বককে ভিতর থেকে টানটান রাখে। ত্বকের মসৃণতা বজায় রাখে পেঁয়াজের রস। তাই পেঁয়াজ দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন "অ্যান্টি এজিং মাস্ক"। দই, অ্যাভোকাডো এবং পেঁয়াজের রস একসঙ্গে মিশিয়ে একটি মাস্ক বানিয়ে ত্বকে ব্যবহার করতে পারেন। ১৫-২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২-৩ দিন এই মাস্ক ব্যবহার করলে ত্বকে বয়সের ছাপ পড়তে পারবে না।

রোদে পোড়া দাগ তুলতে

গ্রীষ্মকাল বলে নয়, সারা বছরই ট্যান পড়ে ত্বকে। সেই রোদে পোড়া দাগ দূর করা সহজ নয়। তবে পেঁয়াজের রস কিন্তু পোড়া দাগ তুলতে সাহায্য করে। পেঁয়াজের রসে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান, যা ত্বককে ভিতর থেকে পরিষ্কার রাখে। পেঁয়াজের রসের সঙ্গে অ্যালোভেরা মিশিয়ে একটি মিশ্রণ বানিয়ে ত্বকে মাখতে পারেন। ত্বকের পোড়া দাগ চলে যাবে।

পহেলগাঁও হামলার বিরুদ্ধে সংস্কার ভারতী ত্রিপুরা প্রান্তের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কয়লা মন্ত্রক নতুন কিছু উৎসাহমূলক পদক্ষেপ নেওয়ায় ভারতের কয়লা খননের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল, ২০২৫ কয়লা মন্ত্রক কয়লা খনির বিষয়ে কিছু নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত নেওয়ায় কয়লা উত্তোলনে গতি আসবে। মন্ত্রক কয়লা উত্তোলনে উৎসাহ দিতে বেশ কিছু সংস্কারমূলক গ্রহণ করেছেন। এরফলে, কয়লা শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং প্রয়োজনীয় আধুনিকীকরণ সম্ভব হবে। মূলত, এক সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুসারে, খনি এলাকার উপরিভাগ অঞ্চলের রাজস্বের পরিমাণ, অভ্যন্তরে থাকা কয়লা ভান্ডার থেকে আয়ের ২ শতাংশ দিতে হবে। আগে ৪ শতাংশ হারে এই রাজস্ব দিতে হ'ত। এছাড়াও, খননের আগে পৃথক একটি রাজস্ব দিতে হ'ত, যা এখন আর দিতে হবে না। পাশাপাশি, ভূগর্ভস্থ কয়লা ব্লকগুলির জন্য পারফর্ম্যান্স সিকিউরিটি বাবদ ৫০ শতাংশ রিবেট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরফলে, কয়লা উত্তোলনে সুবিধা হবে।

ভূগর্ভস্থ কয়লা উত্তোলনে উৎসাহী সংস্থাগুলির জন্য মন্ত্রকের এই সিদ্ধান্তের ফলে খোলা মুখ খনির মাধ্যমে কয়লা উত্তোলনের পরিবর্তে যন্ত্রের মাধ্যমে উত্তোলনে সুবিধা হবে। ফলস্বরূপ, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পাবে এবং জ্বালানী নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে। এই সংস্কারমুখী উদ্যোগগুলি দেশকে আত্মনির্ভর ভারতের পথে এগিয়ে যেতে সহায়ক হবে।

পহেলগামে শহিদ আইএএফ কর্পোরাল তাগের পরিবারে চাকরি, ৫০ লক্ষ টাকা সাহায্য এবং স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ঘোষণা অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী খান্ডুর

জিরো (অরুণাচল প্রদেশ), ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর কর্পোরাল শহিদ তাগে হাইলিয়াঙের পরিবারের একজন যোগ্য সদস্যকে সরকারি চাকরি, এককালীন ৫০ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা এবং তাঁর জন্মস্থান তাজাং-এ একটি স্থায়ী স্মৃতিসৌধ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু।

আজ বৃহস্পতিবার শহিদ তাগে হাইলিয়াংকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে নিম্ন সুবনসিরি জেলান্তর্গত তাজাং গ্রামে তাঁর বাড়ি যান অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। তাঁর সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জানাতে বিরাট সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

২০১৭ সালে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে যোগদানকারী হাইলিয়াংকে বিরল সাহসী এবং দেশপ্রেমের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিজের জীবনের বিনিময়ে সন্ত্রাসী হামলার সময় অসামরিক নাগরিকদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বীরের কাজ করেছেন তাগে হাইলিয়াং। তাগে হাইলিয়াং কেবল অরুণাচল প্রদেশেই নয়, ভারত জুড়ে সাহসিকতার প্রতীক হয়ে উঠেছেন। তিনি বলেন, শহিদ তাগের স্মৃতিসৌধটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

তাগে হাইলিয়াঙের শোকাহত পরিবারের সাথে বেশ কিছুক্ষণ বার্তালাপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। তাঁদের গভীর শোকের এই সময় রাজ্য সরকারের অটল সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

গোরক্ষপুরে দেশের প্রথম ইন্টিগ্রেটেড বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিটি

গোরক্ষপুর, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের উদ্যোগে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে গড়ে উঠছে দেশের প্রথম ইন্টিগ্রেটেড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিটি। নগর নিগম ৪০ একর জমিতে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সাহজনওয়ার সুতনিতে।প্রথম ধাপে, এনটিপিসি গৃহস্থালি বর্জ্য থেকে চারকোল তৈরি করবে। এজন্য ১৫ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। যার প্রথম পর্যায় প্রায় প্রস্তুত। প্রতিদিন ৫০০ টন বর্জ্য থেকে চারকোল তৈরি হবে। ২০০ টন গলা বর্জ্য বায়ো-সিএনজি প্ল্যান্টে ও শুকনো বর্জ্য চারকোল প্ল্যান্টে যাবে। আশপাশের পৌরসভাগুলোর বর্জ্যও এই প্রকল্পে যুক্ত হবে।

পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলা সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য, গ্রেফতার বিধায়ক আমিনুল ইসলাম

গুয়াহাটি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলা সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করার দায়ে এআইইউডিএফ নেতা তথা ধিঙের বিধায়ক আমিনুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে নগাঁও জেলা পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার নগাঁওয়ের পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে পুলিশের বিশাল দল বিধায়ক আমিনুল ইসলামকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে।

গতকাল বুধবার আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে এআইইউডিএফ প্রার্থীদের হয়ে প্রচার সমাবেশে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে আমিনুল ইসলাম অভিযোগ করেছিলেন, পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পেছনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ভূমিকা ছিল। তাঁরা রাজনৈতিক লাভের জন্য এই ট্র্যাজেডি সংগঠিত করিয়েছেন।

আমিনুল বলেছিলেন, ২০১৯ সালে পুলওয়ামা কাণ্ডের মতোই পহেলগাম কাণ্ডে কেন্দ্রীয় সরকার জড়িত বলে ভয়ংকর অভিযোগ উঠেছে। তিনি বলেছিলেন, সন্ত্রাসবাদীরা নাম-ধর্ম জিজ্ঞেস করে পর্যটকদের হত্যা করেছে বলে বিজেপি সরকার ভুয়ো প্রচার চালিয়েছে।

বিধায়ক আমিনুলের আরও অভিযোগ, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, কাশ্মীরে বার বার এ ধরনের কাণ্ড ঘটিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দেশে বিভাজন সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র করছে কেন্দ্রীয় সরকার। আমি এর নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করছি।'

এখানেই শেষ নয়, তিনি বলেন 'সরকার যদি সত্য প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়, তা-হলে আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হব, নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ উভয়ই এই দুটি হামলার পিছনে ছিলেন।'

এদিকে আমিনুল ইসলামের ওই মন্তব্যের পর নাম না ধরে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। পাকিস্তানকে সমর্থন করেন এবং পাকিস্তানপন্থী মন্তব্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পুলিশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার এ জাতীয় দেশবিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে, তাঁরা যে পদেই থাকুন না-কেন।'

অন্যদিকে আমিনুল ইসলামের ওই বক্তব্যের অনেকেই নিন্দা করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা উস্কে দেওয়া এবং দেশবিরোধী কার্যকলাপের দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

শতবর্ষে ইস্টবেঙ্গলের বিশেষ তথ্যচিত্র উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): "বিয়ের দিনে ডেকরেটরকে বললে কি আর ডেকরেশন বানাতে পারে? আগে বলতে হবে, আগে ভাবতে হবে, পরের টার্গেট কে হবে। এক বছর ভেবে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে"। বৃহস্পতিবার রবীন্দ্রসদনে শতবর্ষে ইস্টবেঙ্গলের বিশেষ তথ্যচিত্র উদ্বোধনে গিয়ে ইস্টবেঙ্গলের খেলা নিয়ে মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, 'আমার একটা ক্ষোভ আছে, ভুল বুঝবেন না', প্লেয়ার সিলেকশন ভালো করতে হবে, প্লেয়ার ভাল না হলে ক্লাব পারফর্ম করতে পারে না। এতে সবথেকে বেশি কষ্ট হয় সমর্থকদের, ওদের খারাপ লাগে'।

গত কয়েক মরশুম একেবারেই ভাল যায়নি লাল হলুদের। শুধুমাত্র সুপার কাপ ছাড়া আর একটা ট্রফিও আসেনি। আইএসএলে প্রথমে শ্রী সিমেন্ট এবং বর্তমানে ইমামির হাত ধরে দল বানালেও এখনও পর্যন্ত প্রত্যেকবার শেষ করতে হয়েছে নিচের দিকেই। সেই প্রসঙ্গে থেকেই এদিন লাল হলুদের কর্মকর্তাদের বিশেষ পরামর্শ দিলেন মমতা।

তিনি বলেন, 'আমি নিতুকে বলছিলাম, তোমরা টিমটা ভাল করে করো। আগে থেকে বলতে হবে, আগে থেকে ভাবতে হবে পরের টার্গেট কে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি তো ইমামিকে দোষ দেব না, ইস্টবেঙ্গলের যারা শীর্ষকর্তা রয়েছেন তাদেরও দায়িত্ব নিতে হবে। ইমামি গ্রুপ তো সাহায্য করতে প্রস্তুত। তোমাদের জন্য টাকা খরচ করছে, তাদের তো রেজাল্ট দিতে হবে। তোমরা উপহার হিসেবে জিতে দেখাও। শুধু ভাল টাকা দিয়ে ভাল প্লেয়ার আনাই নয়, বুদ্ধি খরচ করতে হবে'। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সেঞ্চুরিতে না পারলে ডাবল সেঞ্চুরিতে কী হবে? প্ল্যান অফ অ্যাকশন বদলাও, ভালো ব্র্যান্ডিং করো, ভালো আইডিয়া আনো, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তৈরি করো, ওরাই খেলবে'।

এমনকি, এদিন মোহনবাগান এবং ডায়মন্ডহারবার এফসির পারফরম্যান্সের প্রসঙ্গও তুলে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'ডায়মন্ডহারবারকে দেখুন তো। ক্লাব তৈরি করার কয়েক বছরের মধ্যে কোথায় উঠে গেল। এবার তো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কীরকম বুদ্ধি খরচ করেছে সেটা তো দেখতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীএ প্রসঙ্গে মোহনবাগানেরও প্রশংসা করেন। বলেন, ওরা কত ভাল টিম করেছে, দেশের সবাইকে হারিয়েছে। গোয়া, কেরল সকলেই তো ভাল ফুটবল খেলে। ওরা তো তাদেরও হারিয়েছে, আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তাহলে ইস্টবেঙ্গল পারবে না কেন"?

এসএসসি অফিসের সামনে চলছে চাকরিহারাদের অবস্থান বিক্ষোভ

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): স্কুল সার্ভিস কমিশনের অফিসের সামনে এখনও চাকরিহারাদের অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। চতুর্থ দিনে লোকসংখ্যা আগের তুলনায় খানিক কমলেও এখনই আন্দোলন উঠছে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা।

বৃহস্পতিবার থেকে একে একে স্কুলমুখী হতে শুরু করেছেন শিক্ষকদের একাংশ। গরমের ছুটি পড়ার আগে পর্যন্ত পালা করে করে স্কুলে যাবেন তাঁরা। চাকরিহারা এক শিক্ষিকা বলেন, "আদালতের রায় মেনে আমাদের স্কুলে যেতে হবে। তবে এরই পাশাপাশি আমাদের আন্দোলন চলবে। আমরা পালা করে স্কুলে যাব। আজ বেশ কিছু শিক্ষকশিক্ষিকা স্কুলে গিয়েছেন। অযোগ্যদের যত ক্ষণ না বাদ দেওয়া হচ্ছে, তত ক্ষণ আন্দোলন চলবে।"

এর মধ্যেই আবার নিবেদিতা ভবনে শিক্ষাকর্মীদের অনশনে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিন শিক্ষাকর্মী। তবে অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁরা অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্য দিকে, করুণাময়ীতে অবস্থান চলছে চাকরি বাতিল হওয়া শিক্ষাকর্মীদের। তাঁদের দাবি, শিক্ষকদের মতো শিক্ষাকর্মীদেরও স্কুলে ফেরানোর ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে।

কাশ্মীর ভ্রমণ বাতিল

ক্যানিং, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : পহেলগামে পর্যটকদের উপর জঙ্গিহানা ও নির্বিচারে গুলি করে হত্যার ঘটনায় বিশ্ব জুড়ে নিন্দার ঝড়। আতঙ্ক ছড়িয়েছে পর্যটকদের মধ্যে। একদিকে যেমন যারা এই মুহূর্তে কাশ্মীরে রয়েছেন তাঁরা ফিরে আসতে চাইছেন, তেমনি অন্যদিকে যাদের কিছুদিন বা কয়েক মাসের মধ্যে কাশ্মীর যাওয়ার কথা ছিল তাঁরা অনেকেই নিজেদের সেই যাত্রা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বুধবার সকাল থেকেই ট্রেন, প্লেনের টিকিট যেমন বাতিল করছেন একের পর এক পর্যটক, তেমনি হোটেল, গাড়ি সবকিছুর বুকিংই বাতিল করছেন পর্যটকরা। বৃহস্পতিবারও তা অব্যাহত।এরফলে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন।

অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার কাশ্মীরে অনেক বেশি পর্যটক গিয়েছেন বলে দাবি ট্যুর অপারেটরদের। ক্যানিংয়ের এক ট্যুর অপারেটর দেবাশিস বাবু বলেন, পহেলগামে পর্যটকদের উপর হামলার পর থেকেই পর্যটকদের মধ্যে একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যাদের যাওয়ার কথা ছিল কাশ্মীর, তাঁরা ইতিমধ্যেই ট্রেনের টিকিট, হোটেল গাড়ি সবই বাতিল করেছে। আমরাও চাইছি না এই অশান্ত পরিস্থিতিতে কোনও পর্যটকরা সেখানে গিয়ে বিপদের মধ্যে পড়েন। কারণ এখন সেখানে নানা ধরনের অচলাবস্থা রয়েছে।

পয়লা মে কাশ্মীর যাওয়ার কথা ছিল ক্যানিংয়ের বাসিন্দা সুন্দর পুরকাইত ও তাঁর বন্ধুদের। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে নিজেদের সেই ভ্রমণ বাতিল করেছেন সুন্দর ও তাঁর সঙ্গীরা। তিনি বলেন, এই পরিস্থিতিতে আর কাশ্মীর কিছুতেই নয়। পুজোর ছুটিতেও অনেকেই আর কাশ্মীর যেতে চাইছেন না বলে দাবি ট্যুর অপারেটরদের। আরেক ট্যুর অপারেটর দিব্যজিৎ সরকার বলেন, আমার কাছে অনেকেই কাশ্মীর নিয়ে খোঁজ নিয়েছিলেন পুজোর বুকিংয়ের জন্য। কিন্তু মঙ্গলবারের ঘটনার পর থেকে সেই উৎসাহে অনেকটাই ভাঁটা পড়েছে।

পুজোয় পরিবার নিয়ে কাশ্মীর যাওয়ার কথা ছিল সত্যজিৎ মজুমদারের। তিনি বলেন, যেভাবে সাধারণ নিরীহ পর্যটকদের উপর হামলা হয়েছে তাতে আমরা ভীষণ ভাবে আতঙ্কিত। আর যাই হোক কাশ্মীর যাচ্ছি না।

হিন্দুদের দোষ দেওয়া যেন ইন্ডি ইকোসিস্টেমের নিজস্ব ঘরানা: শেহজাদ পুনাওয়ালা

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): অভিযোগ, পহেলগামে জঙ্গিরা গুলি করার আগে পর্যটকদের ধর্ম জানতে চেয়েছিল। এই নিয়ে এনসিপি-এসসিপি নেতা অনিল দেশমুখ বলেছেন, এ বিষয়ে কোনও নিশ্চিত তথ্য নেই। তদন্তের পরেই আমরা সত্য জানতে পারব। আর অনিল দেশমুখের এই বক্তব্যকে নিশানা করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা। এনসিপি-এসসিপি নেতা অনিল দেশমুখের বিবৃতি প্রসঙ্গে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেছেন, রবার্ট বঢরার পরে, অনিল দেশমুখ,

পবিত্র পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন ২৬ শে এপ্রিল ২০২৫-এ রাষ্ট্রীয় শোক

নয়াদিল্লী, ২৪ এপ্রিল ২০২৫: পবিত্র পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্য শনিবার ২৬ শে এপ্রিল, ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে।

সেদিন রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হবে। ২৬ শে এপ্রিল ২০২৫, সারা ভারত জুড়ে যে সমস্ত ভবনে নিয়মিতভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় সেই সমস্ত ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত অবস্থায় উত্তোলন করা হবে এবং কোনও সরকারি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হবে না।

ভারত সরকার পবিত্র পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জানাতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে। ২২ এপ্রিল এবং ২৩শে এপ্রিল ২০২৫ দুই দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হয় এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হবে।

বিতান-জায়া সোহিনীকেই বিজেপি-তে তুরূপের তাস করতে উদ্যোগী শুভেন্দু

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন কলকাতার বিতান অধিকারী। তাঁর স্ত্রী সোহিনীকেই তুরূপের তাস করতে উদ্যোগী হয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী! জানা যাচ্ছে, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে বেহালা পূর্ব কেন্দ্রে রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁকে দাঁড় করাতে পারে বিজেপি।

বুধবার রাতে কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছয় বিতানের কফিনবন্দি দেহ। আগে থেকেই সেখানে অপেক্ষা করছিলেন রাজ্যের শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল সহ বিজেপির একাধিক নেতৃত্ব। বুধবার রাতে তাঁর কফিনবন্দি দেহ নিয়ে শহরে ফেরেন স্ত্রী সোহিনী। বিমানবন্দরেই কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় তাঁকে। বিতানের ছোট্ট ছেলেকে কোলে তুলে নেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক। ইতিমধ্যেই তাঁর পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন শুভেন্দু।

গতকালই বিতানের স্ত্রী রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে বলেন, 'আপনারা রয়েছেন বলেই এসেছি। আপনাদের ভরসা করি। আমার স্বামীর খুনিদের শাস্তি চাই'। কাঁদতে কাঁদতে সোহিনী বলেন, 'বিতান বিজেপিকে সমর্থন করতো। আপনাদের ভরসায় এখানে এসেছি'। সেকথা শুনে বিজেপি বিধায়ক বলেন, 'রাজনীতির কথা এখানে ছেড়ে দিন। হিন্দু বলে বিতানকে মেরেছে। এর শেষ আমরা দেখে ছাড়ব'। সেই থেকেই শুরু জল্পনা। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিতানের বাড়িতে যান শুভেন্দু। অগ্নিমিত্রা পাল, রুদ্রনীল ঘোষ, শঙ্কুদেব পণ্ডা প্রমুখেরাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা বিতানের বাড়িতে প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছে সেটা জাননি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। বৈঠকে উপস্থিত কেউ মুখ খুলতে চাননি।

সূত্র মারফৎ খবর, শুক্রবার বিতানের পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন হবে। এরপর কেন্দ্রীয় সরকার সহ যাবতীয় সুবিধা তাঁর পরিবারকে পাইয়ে দেওয়া হবে। পরিস্থিতি একটু শান্ত হওয়ার পর বিতানের স্ত্রী সোহিনী বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন বলে খবর।

আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচন। বেহালা পূর্ব কেন্দ্রে রত্নার বিরুদ্ধে তাঁকে দাঁড় করানো হতে পারে বলে সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে। বিজেপির আর একটি মহল আবার মনে করছে, নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে জেলবন্দি রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বেহালা পশ্চিম আসনেও সোহিনীকে দাঁড় করানো গেলে ভালো হবে।

আগামীদিনে সত্যিই বিতানের স্ত্রী বিজেপিতে যোগ দেন কিনা অথবা বেহালার দু'টি আসনের মধ্যে একটিতে তাঁকে টিকিট দেওয়া হয় কিনা সেটাই দেখার।

কাশ্মীরের প্রভাব পাক শেয়ার বাজারে আরও খাদের কিনারায় যাওয়ার আশঙ্কা

নয়াদিল্লি ও করাচি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে প্রভাব পড়েছে পাকিস্তানের শেয়ার বাজারে। পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, পাকিস্তানের অর্থনীতি আরও খাদের কিনারায় যাবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের আশঙ্কা।

বৃহস্পতিবার দিনের শুরুতেই পাকিস্তানের বেঞ্চমার্ক সূচক কেএসই ১০০ পড়ে ১,০৮৬ পয়েন্ট।

এরপর দিনের শেষে করাচি স্টক এক্সচেঞ্জের এই সূচক পড়েছে ২,২০৬ পয়েন্ট। চেজ সিকিওরিটিজের রিসার্চ ডাইরেক্টর ইউসুফ এম. ফারুখ বলেন, "ভারত পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার কারণে একটা ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। আর তাতেই পড়েছে পাকিস্তানের বাজার।"

আমেরিকান ক্রেডিট রেটিং সংস্থা ফিচ জানিয়েছে, এই বছরের জুন মাসের মধ্যে ডলারের দাম পৌঁছে যাবে ২৮৫ পাকিস্তানি রুপিতে। আর বর্তমান অর্থবর্ষ শেষ হতে হতেই আরও বাড়বে ডলারের দাম।

টপলাইন সিকিওরিটিজের চিফ এক্সিকিউটিভ মোহাম্মদ সোহেল বলছেন, বর্তমান পরিস্থিতি বাজারের উপর প্রভাব পড়ছে। যদিও, আগেই আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল বা আইএমএফ পাকিস্তানের দুর্বল অর্থনৈতিক বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছিল। তাদের ঘোষণা অনুযায়ী ২.৬ শতাংশ বৃদ্ধির কথা সে দেশের অর্থনীতির।

প্রসঙ্গত, পেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয়েছে ২৬ পর্যটকের। তারপরই ২৩ এপ্রিল বুধবার পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জলচুক্তি বাতিল করে ভারত। ভারতে থাকা পাকিস্তানিদের ৪৮ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয় নিজের দেশের ফেরত যাওয়ার জন্য। আর এই সবের জেরে আরও খারাপ হচ্ছে পাকিস্তানের অর্থনীতি।

পহেলগামে হিন্দু-সংহারের বিরুদ্ধে হাফলঙে বিশ্বহিন্দু পরিষদের বিক্ষোভ

হাফলং (অসম), ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগামে হিন্দু-সংহারের ঘটনায় গর্জে উঠেছে ডিমা হাসাও জেলা বিশ্বহিন্দু পরিষদ। বৃহস্পতিবার বিকাল পাঁচটায় হাফলং ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে বিশ্বহিন্দু পরিষদের বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারী, কার্যকর্তা এবং সমর্থক পহেলগামে সন্ত্রাসবাদীর গুলিতে ২৮ জনের নিহত হওয়ার ঘটনার তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানিয়ে প্রতিবাদী কার্যসূচি পালন করে অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

বিশ্বহিন্দু পরিষদের মহামন্ত্রী বিক্রম সিং জম্মু কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গিদের নরসংহারের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, গত ২২ এপ্রিলের এই ঘটনা সমগ্র ভারতবাসীকে মর্মাহত করেছে। জঙ্গিরা পর্যটকদের কোন ধর্মের জিজ্ঞেস করে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে, যা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ঘটনা। তিনি এই জঙ্গি হানার তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়ে ভারত সরকারের প্রতি কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে পহেলগামে জঙ্গি হানায় নিহত পর্যটকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একমিনিট নীরবতা পালন করার পাশাপাশি প্রতিবাদকারীরা কালো কাপড় পরে প্রতিবাদ জানান।

কুমারডিহি গ্রামে পার্কের ভিতর যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

দুর্গাপুর, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : রাতে স্নান করার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়েছিল এক তরুণ। বৃহস্পতিবার সকালে পার্কের ভিতর থেকে উদ্ধার হল তার ঝুলন্ত মৃতদেহ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর থানার কুমারডিহি গ্রামে।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় ডা. ভীমরাও আম্বেদকরের সম্মান অভিযান উপলক্ষ্যে এক সভা অনুষ্ঠিতত হয়।

রক্তের ঘাটতি মেটাতে উদ্যোগী ঊনকোটি জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ এপ্রিল: রক্তের ঘাটতি পূরণে আবারও উদ্যোগ নিল ঊনকোটি জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার কৈলাসহরের সার্কিট হাউসে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত হল এক মেগা রক্তদান শিবির।

এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, জেলাশাসক দিলিপ কুমার চাকমা, অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্ঘ সাহা ও এল দারলং, সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিজয় সিনহা এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শরদিন্দু চাকমা সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

রক্তদান শিবিরে জেলা শাসকের কার্যালয়ের প্রায় পঞ্চাশ জন কর্মচারী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সভাধিপতি অমলেন্দু দাস বলেন, "রক্তদানের মতো মহান দান পৃথিবীতে আর কিছু হতে পারে না। সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি তার পারিবারিক অনুষ্ঠান বা সামাজিক উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন, তাহলে রক্তের ঘাটতি অনেকটাই পূরণ করা সম্ভব।"

রক্তদান শিবির চলাকালীন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেলাশাসক দিলিপ কুমার চাকমা জানান, "ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এই ঘাটতি দূর করতেই রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।"

তিনি আরও জানান, "ঊনকোটি জেলায় প্রতি মাসে প্রায় ৩০০ ইউনিট এবং বছরে গড়ে প্রায় সাড়ে ৩,৫০০ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়।"উল্লেখ্য, গত বছরও ঊনকোটি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মন্ত্রী টিংকু রায়ের উপস্থিতিতে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রশাসনের এই ধারাবাহিক উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসনীয় এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

রাহুলের

● প্রথম পাতার পর

ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। গোয়েন্দা ব্যবস্থার দুর্বলতা যেখানে একদিকে প্রশ্নের মুখে, অন্যদিকে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক অবস্থান জঙ্গিদের বিরুদ্ধে শক্ত বার্তা দিচ্ছেদেশের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার স্বার্থেই।

গুলি উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

রজত জামাতিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত হয় এই অভিযান। তিনি জানান, "উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলো কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার কথা ছিল বা কারা এই অস্ত্র ফেলে রেখে গেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, চোরা শিকারীরা এগুলো শিকারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চেয়েছিল।"

পুলিশ ইতোমধ্যেই অস্ত্রগুলিকে পরীক্ষা করে দেখছে এবং ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হতে পারে বলে সূত্রের খবর। এই অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় কে বা কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত জোরদার করা হয়েছে।

এদিকে জনবহুল এলাকায় অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। পুলিশের পক্ষ থেকে অবশ্য এলাকাবাসীকে সতর্ক থাকতে এবং সন্দেহজনক কিছু দেখলেই থানায় খবর দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক করা না হলেও পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, খুব শীঘ্রই অস্ত্রের উৎস ও জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সভাপতির

● প্রথম পাতার পর

লেখেন, কংগ্রেস দলের বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা বিধানসভা অধিবেশনে এই বিষয়টি তুলে ধরার সাথে সাথে কৈলাসহর মহকুমাতেও এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংঘটিত করে। উভয় সরকারই কিছুটা নড়েচড়ে বসে কিন্তু এখনও আন্তর্জাতিক নিয়ম কানুন মেনে বাংলাদেশ সরকার নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করেনি। তা না করেই আবার বিলোনিয়া সীমান্তে বাংলাদেশের সীমানায় আরো একটি বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করে দেয়। এই দুটো ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন এবং নীরব ভূমিকাই পালন করে আসছে। এটা ঠিক যে বিষয়টি আন্তর্জাতিক এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। আন্তর্জাতিক সীমানায় যেকোনো নির্মাণ হতে গেলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয়।

তাঁর কথায়, ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে ত্রিপুরায় ৭০০ কিলোমিটার কাটা তারের বেড়ানির্মাণের ক্ষেত্রে জিরো লাইন থেকে ১৫০ মিটার ভারতীয় ভূখণ্ডের জমি ছাড়া হয়েছিল। এতে জনগনের তিন ফসলি জমি, চা বাগান, রাবার বাগানসহ কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। দুই দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এসব কিছুকে রাজ্যের জনগণ মেনে নিয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের এহেন উদ্যোগে সৃষ্ট সমস্যার দায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার এড়াতে পারে না। বিলোনিয়া সীমান্তে এখনো বাঁধ নির্মাণ হয়নি তাতেও গত দুই দিনে সামান্য বৃষ্টিতেই বিলোনিয়া শহর শুধু জলে ভেসে যায়নি হাসপাতালও জলমগ্ন হয়ে জীবন দায়ী ঔষুধও ভেসে গেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি রাজ্য সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলিতে গুরুত্ব না দিলে পরেও সম্প্রতি সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহে যেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষই বেশি সংখ্যায় বসবাস করছে তাদের একটা অংশের জমি, জমা, ঘরবাড়ি কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে পড়ে যাওয়ার ফলে নিজ দেশে বৈধ নাগরিকত্ব এবং জমি জমার বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও পরদেশীর মতো থাকতে বাধ্য হচ্ছে। তাই আসন্ন বর্ষার পূর্বেই বিলোনিয়া এবং কৈলাসহরের বাঁধ নির্মাণ জনিত সমস্যার স্থায়ী সমাধান সহ সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারি নাগরিকদের বর্তমান সমস্যাগুলির সুষ্ঠ সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে আবদেন জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বিষয় প্রত্যক্ষ করেছি। যে যে জায়গায় শূন্যতা রয়েছে সেগুলি যাতে পূরণ হয় তারজন্য আমি স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিবকে নির্দেশ দিয়েছি। সেই সঙ্গে কি কি খামতি রয়েছে সেগুলি যাতে দেখা হয় সেটাও নিশ্চিত করেছি। সেখানে অনেক কর্মী রয়েছেন যারা ফিল্ডেও কাজ করেন, আবার হাসপাতালেও কাজ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সবসময় এরকম একটা ধারনা থাকে যে সরকারি হাসপাতাল মানেই অপরিচ্ছন্নতা থাকবে, দুর্গন্ধ হবে। তো সেটা কেন হবে? তাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর আমি জোর দিয়েছি। সেখানে আমি স্টাফ প্যাটার্ন এবং ডিউটি প্যাটার্ন সম্পর্কেও আমি খোঁজখবর নিয়েছি। রোগীদের সাথেও কথা বলেছি। ভালোমন্দ রয়েছে। ইতিমধ্যেই এসব বিষয় নিয়ে আমি স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। গতকালও এনিয়ে মিটিং করেছি। পরিকাঠামো উন্নয়নেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ডাঃ সাহা জানান, স্মার্ট সিটি প্রকল্প সম্পর্কে আমি অবহিত রয়েছি। যদিও এরআগে এই অফিসে আসা হয়নি। তাই আজ স্মার্ট সিটি অফিসে এসেছি। জল বোর্ডেও আমি গিয়েছি। টুডার কি কি কাজ হচ্ছে সেবিষয়ে খবরাখবর নিয়েছি। সবমিলিয়ে একটা ধারনা নিয়েছি। এছাড়া আরও কোথায় কোথায় বিভিন্ন প্রকল্প করা প্রয়োজন সেবিষয়ে আমি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। সব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। আর আজকের পরিদর্শনে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছি।

ক্ষতি লক্ষাধিক

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন। বিস্ময়ের বিষয়, চুরির সময় বাড়ির বারান্দায় একজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তিনি কোনো শব্দই শুনতে পাননি। ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করা হলেও আশ্চর্যজনকভাবে কোনো শব্দ হয়নি। বিষয়টি আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে।

প্রসঙ্গত, মাত্র দুই দিন আগে একই ওয়ার্ডে এক কাউন্সিলারের বাড়িতে চুরি হয়। তার ঠিক পরদিন খোয়াইয়ের বিপিসি পাড়াতে এক শিক্ষক দম্পতির বাড়িতেও চুরির ঘটনা ঘটে। আজকের ঘটনায় সাধারণ এক খেটে খাওয়া পরিবারের সর্বস্ব লুট হয়ে যাওয়ার ঘটনায় খোয়াইবাসীর ক্ষোভ আরও বাড়ছে।

খোয়াইবাসীর মধ্যে প্রশ্ন উঠছে'ঘর ফাঁকা হলেই কি লুট হয়ে যাবে সবকিছু? প্রশাসনের ভূমিকা কেবল ঘটনার তালিকা তৈরিতে সীমাবদ্ধ?' স্থানীয় এক প্রবীণ বাসিন্দা বলেন, "চোরেরা এখন প্রশাসনকে উপহাস করছে। ঘন ঘন চুরি হলে মানুষের নিজের ঘরেও আর নিরাপত্তা থাকবে না। আমরা কি আবার রাস্তায় নেমে পাহারা দেব?"

এদিকে প্রশাসনের নীরব ভূমিকা নিয়েও কড়া সমালোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই বলছেন, পুলিশ আজ 'ঠুঁটো জগন্নাথ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু ব্যবসায়ী ইতিমধ্যে নিজেদের উদ্যোগে পুরনো দিনের মতো প্রহরা ব্যবস্থা চালুর কথাও ভাবতে শুরু করেছেন।

খোয়াই শহরের ক্রমবর্ধমান চুরি ও আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতির প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক, হতাশা ও গভীর ক্ষোভ দানা বাঁধছে। প্রশাসন এবার কি তার দায় স্বীকার করে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেবে?এই প্রশ্নেই আজ ধ্বনিত খোয়াই শহরের প্রতিটি অলিগলি।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

দফা দাবিসমূহের স্মারকলিপি তুলে দেয়। দাবিগুলোর মধ্যে ছিল বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা, দক্ষিণ জেলায় বিএড কলেজ স্থাপন, মেডিকেল কলেজ স্থাপন, সিএনজি স্টেশন স্থাপন, নেশার বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী গণআন্দোলনের ডাক সহ আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি।

এই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বামপন্থী বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, প্রাক্তন বিধায়ক সুধন দাস, সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিজয় তিলক, ডিওয়াইএফআই রাজ্য কমিটির সভাপতি পলাশ ভৌমিক, সম্পাদক নবারুণ দেব, মহকুমা সম্পাদক মধুসূদন দত্ত ও শহর সম্পাদক গৌতম সেন সহ অন্যান্য বাম নেতৃত্ব।

সভায় বক্তারা ত্রিদলীয় সরকার বিজেপি, আইপিএফটি ও তিপ্রামথা জোটের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁদের অভিযোগ, এই সরকার বেকার সমস্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আইন-শৃঙ্খলার মতো মৌলিক ইস্যুগুলিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। নেতারা রাজ্যজুড়ে একতাবদ্ধভাবে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

চুক্তি স্বাক্ষর

● প্রথম পাতার পর

দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে এবং নতুন প্রযুক্তি ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হতে সহায়ক হবে। এছাড়াও মুখ্যসচিব তার ভাষণে রাজ্যে শিল্প স্থাপন, বিনিয়োগ সহ নানা তথ্য তুলে ধরেন।অনুষ্ঠানে দক্ষতা উন্নয়ন কমিশনের হিউম্যান রিসোর্সের সদস্য ড. আর বালসুব্রহ্মণিয়ম বলেন, ত্রিপুরা সরকারের সঙ্গে আজ চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার ফলে রাজ্যের সরকারি কর্মচারিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও দক্ষ করে তুলতে এবং তাদের কর্মজীবনকে আরও উন্নত করতে সহায়ক হবে। এছাড়াও তিনি তার বক্তব্যে দক্ষতা উন্নয়ন কমিশনের বিভিন্ন দিকগুলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন (পি এন্ড টি) দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, কর্মযোগী ভারতের উপদেষ্টা শোভানা রানা, দক্ষতা উন্নয়ন কমিশনের যুগ্ম সচিব এস পি রায় এবং সিপার্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অর্পিতা চৌধুরী। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ, অধিকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ওএনজিসি সুপার ৩০ আগরতলার ২৬ জন শিক্ষার্থীর জেইই মেইন ২০২৫-এ সাফল্য

আগরতলা, ২৪ এপ্রিল: আগরতলায় ওএনজিসি সুপার ৩০-এর একগুচ্ছ ছাত্রছাত্রী জেইই মেইন ২০২৫ পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। ওএনজিসি লিমিটেড এবং প্যান-ইন্ডিয়া অপারেশনাল এনজিও সেন্টার কর্তৃক পরিচালিত এই কোচিং প্রোগ্রামে চলতি ব্যাচের ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৬ জনই সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ওএনজিসি সুপার ৩০, আগরতলা সেন্টার, সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের জন্য ১১ মাসব্যাপী আবাসিক এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কোচিংয়ের সুযোগ প্রদান করে আসছে। এই কেন্দ্র থেকে এখন পর্যন্ত ১০০-এরও বেশি শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছে এবং তাদের অনেকেই ভারতের বিভিন্ন প্রিমিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট যেমন আইআইটি ও এনআইটি-তে ভর্তি হওয়ার পথে এগিয়ে গেছে।

ওএনজিসি ত্রিপুরা ছাড়াও শিবসাগর, শ্রীনগর, কাংড়া, জলগাঁও এবং গোলাঘাট সহ ভারতের বিভিন্ন অংশে অনুরূপ সুপার ৩০ সেন্টার পরিচালনা করছে। তবে আগরতলা সেন্টারটি একচেটিয়াভাবে ত্রিপুরার সেইসব ছাত্রছাত্রীদের জন্য যারা বার্ষিক ২৪ লক্ষ টাকার নিচে আয় সম্পন্ন পরিবার থেকে এসেছে।

এই সাফল্য উপলক্ষে বৃহস্পতিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সিএসআরএল-এর প্রধান প্রকল্প ব্যবস্থাপক বিশ্বজিৎ দাশগুপ্তর উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা এই উদ্যোগকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক বলে উল্লেখ করেন এবং শিক্ষার্থীদের আগামীতেও একইভাবে সাফল্য অর্জনের জন্য উৎসাহ দেন।

তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠকে বাজেট বাস্তবায়ন ও ১০০ দিনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল: তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো বৃহস্পতিবার রাজ্যের মহাকরণে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

বৈঠকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের জন্য বরাদ্দ বাজেট কীভাবে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি আগামী ১০০ দিনে দপ্তরের তরফে কি কি কার্যসূচি গ্রহণ করা হবে, সে নিয়ে একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করা হয়। এছাড়াও বিগত সময়ে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির অগ্রগতি কতটা হয়েছে, তার খতিয়ানও এই বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রী সুধাংশু দাস দপ্তরের আধিকারিকদের উদ্দেশে বলেন, "সময়ের কাজ সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। জনগণের স্বার্থে সব প্রকল্প যেন সুচারুরূপে বাস্তবায়িত হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।"

বৈঠকে সরকারি পরিষেবা দ্রুত ও কার্যকরভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয় এবং পরবর্তী পদক্ষেপ গুলিকে যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

ড্রেন ভরাটে জলাবদ্ধতা, কৈলাসহরের দুর্গাপুর ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে চরম দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ এপ্রিল।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর পুর পরিষদের অন্তর্গত দুর্গাপুর ১৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় সরকারি ড্রেন মাটি দিয়ে ভরাট করায় প্রবল দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকাবাসীরা। এক পরিবার নিজের সুবিধার্থে ড্রেনটি বন্ধ করে দেওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে ঘরে ঢুকে যাচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

বৃহস্পতিবার দুপুরে এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের ডিসিএম রাজীব দত্ত, পুরপরিষদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বজিৎ দাস এবং টাউন সুপারভাইজার মনীশ দাস। তাঁরা পুরো ড্রেন পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট বাড়ির মালিক সুনতি যাদবের সঙ্গে আলোচনা করেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে ড্রেন পরিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়। সুনতি যাদব প্রশাসনকে আশ্বাস দেন যে, বৃহস্পতিবারের মধ্যেই ড্রেনটি পরিষ্কার করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

এলাকাবাসীরা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে ড্রেন বন্ধ থাকার ফলে জলাবদ্ধতার পাশাপাশি মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং চারপাশে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। দ্রুত ড্রেন পরিষ্কার করে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না করা হলে আরও বড় বিপদের আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

ভারত কৃষক সভার সাংগঠনিক শিক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল: সিপাহীজলা জেলা কমিটির উদ্যোগে সারা ভারত কৃষক সভার সাংগঠনিক শিক্ষা শিবির আয়েজন করা হয়েছে। এদিনের শিক্ষা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ কর সহ অন্যান্যরা।

এদিন কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ কর বলেন, সারা ভারত কৃষক সভা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে জেলা ভিত্তিক ১০০ জন নেতৃত্বকে নিয়ে সাংগঠনিক শিক্ষা শিবির করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী আজ ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে সিপাহীজলা জেলা কমিটির নেতৃত্বদের নিয়ে এই শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন তিনি আরও বলেন, দেশের কৃষকদের অবস্থা এবং কৃষক সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এই দুটি বিষয় নিয়ে বিস্তারত আলোচনা করা হয়েছে।

মধুবনীতে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, অমৃত ভারত ট্রেনের যাত্রারও সূচনা

মধুবনী, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): বিহারের মধুবনীতে ১৩,৪৮০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ও নমো ভারত র‍্যাপিড রেলের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং প্রমুখ।এই অনুষ্ঠান থেকেই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ ও শহুরে উভয়) এবং দীনদয়াল উপাধ্যায় অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন-এর অধীনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী। জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উপলক্ষ্যে এদিন বিজয়ীদের বিশেষ ক্যাটাগরির জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার ২০২৫ প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে ক্লাইমেট অ্যাকশন স্পেশাল পঞ্চায়েত পুরস্কার, আত্মনির্ভর পঞ্চায়েত বিশেষ পুরস্কার এবং পঞ্চায়েত ক্ষমতা নির্মাণ সর্বোত্তম সংস্থা পুরস্কার।প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার বড় ধরনের উন্নয়ন হল মধুবনীতে, প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন সহরসা ও মুম্বইয়ের মধ্যে অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, জয়নগর ও পাটনার মধ্যে নমো ভারত র‍্যাপিড রেলের উদ্বোধন করেছেন।

ক্ষতিগ্রস্ত

● প্রথম পাতার পর

করা সম্ভব হয়নি, তবে অনুমান করা হচ্ছে যে এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে কয়েক লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। আগুনের সূত্রপাত কিভাবে হয়েছে তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে, তবে প্রাথমিকভাবে এটি শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে লেগেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বাতা ধলা বাজারে আম্বেদকর জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৪ এপ্রিল : ভারতের সংবিধান রচয়িতা, ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত এবং দলিত আন্দোলনের অগ্রদূত ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের ১৩৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বক্সনগরের বাতা ধলা বাজার শেড প্রাঙ্গণে আয়োজিত হল 'সম্মান অভিযান' শীর্ষক এক বিশেষ অনুষ্ঠান।

এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় এ সি মোর্চা ও বক্সনগর মন্ডলের যৌথ উদ্যোগে। বিকেল সাড়ে তিনটায় অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ও জেলা তপশিলি মোর্চার নেতৃত্ব, বক্সনগর ব্লক মন্ডলের তপশিলি জাতি নেতৃত্ব এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিশেষ, প্রধান ও সম্মানীয় অতিথিদের উত্তরীয় ও গোলাপ ফুল দিয়ে বরণ করে নেন বাতা ধলা গ্রামের প্রধান ও মহিলা মোর্চার সদস্যারা। এরপর ভারত মাতা, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, দীন দয়াল উপাধ্যায় এবং ড. আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য এসসি মোর্চার সভাপতি পীযূষ দাস, বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত, ওবিসি সভাপতি তাপস মজুমদার, সিপাহীজলা জেলার দক্ষিণ অংশের সভাপতি উত্তম দাস, রাজ্য কমিটির সদস্য চন্দন সরকার, বক্সনগর ব্লক মোর্চার সভাপতি নারায়ণ সরকার, প্রাক্তন জেলা সভাপতি মন্টু সরকার, জেলা পরিষদ সদস্য সঞ্জয় সরকার, ব্লক চেয়ারম্যান সপ্না নম দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট কর্মীবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন রাজ্য তপশিলি মোর্চার সভানেত্রী মীনাক্ষী দাস, যা আগত অতিথিদের মুগ্ধ করে।

পীযূষ দাস তাঁর বক্তব্যে বলেন, "ড. আম্বেদকর ছিলেন নিপীড়িত, বঞ্চিত, দলিত শ্রেণির অধিকার রক্ষার যোদ্ধা। তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রতিটি ধাপ ছিল সংগ্রামে ভরা। তৎকালীন সমাজব্যবস্থার কুসংস্কার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়ে তিনি ভারতের সংবিধান প্রণেতা হন এবং আমাদের বাক স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করেন।"

তিনি আরও বলেন, "আম্বেদকরের জীবনী বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তুলেছে। তিনি জহরলাল নেহরু'র মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী হিসেবেও কাজ করেছিলেন। মতানৈক্যের কারণে পদত্যাগ করলেও সাধারণ জীবনে ফিরে এসে তিনি ছয়টি উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি অর্জন করেন।"

অনুষ্ঠানজুড়ে ছিল এক আবেগঘন পরিবেশ, যেখানে উপস্থিত সকলে ড. আম্বেদকরের আদর্শকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন এবং তাঁকে চিরঋণী বলে অভিহিত করেন।

আম্বেদকরের সম্মান অভিযান উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল: সংবিধান রচয়িতা এবং ভারতরত্ন প্রাপ্ত ডঃ বি.আর. আম্বেদকরের স্মরণে ও সম্মানে বৃহস্পতিবার এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে। "বাবাসাহেব সম্মান অভিযান" শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সদর শহর জেলা সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য, প্রাক্তন বিধায়ক ডঃ দিলীপ দাস সহ বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মীবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অসীম ভট্টাচার্য বলেন, "বিজেপি সবসময় সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি.আর. আম্বেদকরকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে এবং আগামীতেও এই সম্মান বজায় রাখা হবে।" তিনি কংগ্রেস দলের প্রতি তীব্র সমালোচনা করে বলেন, "যে কংগ্রেস দল একসময় আম্বেদকরকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি, আজ তারা সংবিধানের কথা বলে রাজনৈতিক লাভ তুলতে চাইছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।"

বক্তারা আম্বেদকরের জীবন ও সংগ্রামের নানা দিক তুলে ধরেন এবং বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাঁর আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিজেপি কর্মী ও সমর্থকেরা ডঃ আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, তাঁর চিন্তাধারা আজও দেশের গণতন্ত্রকে মজবুত করতে অনুপ্রেরণা জোগায়। "বাবাসাহেব সম্মান অভিযান" উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে এই ধরনের আরও কর্মসূচি চলবে বলে জানিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

রাহুলের

● প্রথম পাতার পর

জম্পুইজলা অন্তর্গত চিকনছড়া ভিলেজের বাইল্যামুড়া এলাকার নাসির উদ্দিনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে মাটির নিচ থেকে তিন ড্রাম ভর্তি শুকনো ৪১ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে। ওই অভিযানে ছিলো বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি সুবিমল দেবনাথ সেকেন্ড ওসি মিঠুন সাহা এবং আইপিএস ভেঙ্কট রাম। পুলিশ অভিযানের আগাম খবর পেয়ে বাড়ি থাকা নেশা কারবারীরা পালিয়ে যায়।

জানা যায়, একাংশ পুলিশ কর্মী এই অভিযানের সংবাদ ফাঁস করে দিয়েছেন।যার ফলে পুলিশ নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করতে পারেননি।

বিদেশি মুদ্রা

● প্রথম পাতার পর

কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই চলছে গোটা প্রক্রিয়াটি। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রাপ্ত অর্থ মন্দির পরিচালনার বিভিন্ন প্রয়োজনে যেমন সংস্কার, পূজা-পার্বণ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হবে। ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর প্রতি মানুষের অগাধ বিশ্বাস এবং ভক্তির ফলেই দেশ-বিদেশ থেকে আসা ভক্তরা প্রনামী দিয়ে থাকেন। এই ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তি প্রমাণ করে যে, মন্দিরটি আন্তর্জাতিক পর্যটন এবং তীর্থস্থান হিসেবে ক্রমেই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

কৃষ্ণনগরে মৃত্যু দু''জনের

কৃষ্ণনগর, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে মৃতদেহ দাহ করে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দু'জন। বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত দেপাড়া এলাকায়। মৃতদের নাম পুতুল মণ্ডল (৩২) এবং কাজল বিশ্বাস (৪০)। এই দুর্ঘটনায় আরও ২৯ জন জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, বুধবার বেলা বারোটা নাগাদ হাঁসখালির হলদিপাড়ার বাসিন্দা শান্তিরাম মণ্ডল (৬৫) মারা যান। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ মৃতের পরিবারের লোকজন দেহ নিয়ে নবদ্বীপ শ্মশানে যান। গভীর রাতে মৃতদেহ দাহ করে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত দেপাড়া এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি একটি গাছে ধাক্কা মারে। যার জেরে গাড়িটি উল্টে রাস্তার পাশে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পুতুল মণ্ডল এবং কাজল বিশ্বাসের। জানা গিয়েছে, মৃত শান্তিরামের পুত্রবধূ ছিলেন পুতুল। গাড়ির চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

শহীদ এক জওয়ান

জম্মু, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার পর জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে জঙ্গি দমন অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। জম্মুর উধমপুরে জঙ্গিদের আশ্রয় নেওয়ার খবর পেয়েই বৃহস্পতিবার সকালে সেখানে অভিযানে যায় সেনার হোয়াইট নাইট কোর। জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি চালানোর সময় বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। পাল্টা জবাব দেয় সেনাও। দু'পক্ষের গুলির লড়াইয়ে এক জওয়ান আহত হন। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তাঁর।সেনার হোয়াইট নাইট কোর জানিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ এবং সেনার যৌথবাহিনী উধমপুরের বসন্তগড়ে অভিযানে যায়। জঙ্গিরা বসন্তগড়ে আশ্রয় নিয়েছে এই খবর নিশ্চিত হওয়ার পরই অভিযানে নামে যৌথবাহিনী। বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল জঙ্গিরা।

অঙ্গন

শুভমের সেঞ্চুরি : সন্তোষ স্মৃতি লীগ ক্রিকেটে চলমানকে হারিয়ে সাফল্যের দাবিদার ওপিসি

ও পি সি - ২৭৯ চলমান সংঘ - ১০৩

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে ওল্ড প্লে সেন্টার তথা ওপিসি। অধিনায়ক শুভম ঘোষের অনবদ্য শত রান ওপিসিকে দুর্দান্ত জয়ের পাশাপাশি তৃতীয় শীর্ষে উন্নীত করেছে। একই সঙ্গে কসমোপলিটন ও শতদল সংঘের পাশাপাশি ওপিসি নিজেদের চ্যাম্পিয়ন, রানার্সের দাবিদার হিসেবে নিজেদের দাঁড় করাতে পেরেছে। উল্লেখ্য, প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে খেতাব কোনদল জয় করবে তা নির্ভর করছে আসরের শেষ দিনের ম্যাচে। আপাতত ছয় ম্যাচ খেলে পাঁচটিতে জয় পেয়ে কসমোপলিটন ক্লাব, শতদল সংঘের সঙ্গে যুগ্ম শীর্ষে রয়েছে ও পি সি। রানের গড়ের নিরিখে শতদল শীর্ষে, কসমোপলিটন দ্বিতীয় শীর্ষে। ২৬ এপ্রিল, শেষ দিনের ম্যাচে কসমোপলিটন ক্লাব খেলবে ইউ বি এস টি-র বিরুদ্ধে এবং ও পি সি খেলবে শতদল সংঘের বিরুদ্ধে। পোলস্টার, বিসিসি-র ম্যাচও রয়েছে সেদিন। ওই ম্যাচগুলোর পরেই নির্ধারিত হবে এ বছর ঘরোয়া প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে কোনদল চ্যাম্পিয়ন এবং কোনদল রানার্স হয়েছে। বৃহস্পতিবার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ও পি সি ১৭৬ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে চলমান সংঘকে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমির মাঠে ও পি সি-র গড়া ২৭৯ রানের জবাবে চলমান সংঘ মাত্র ১০৩ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের অধিনায়ক শুভম ঘোষ শতরান করেন। এছাড়া বিজয়ী দলের অর্জুন ভরদ্বাজ চার উইকেট দখল করেন। এদিন সকালে চলমান সংঘের অধিনায়ক সম্রাট সিনহা টসে জয়লাভ করে ও পি সি-কে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে ও পি সি নির্ধারিত ওভারে ২৭৯ রান করে। একসময় একত্রিশ রানে তিন উইকেট হারিয়ে খাদের কিনারায় ছিল ও পি সি। ওই অবস্থায় দলকে টেনে তোলার যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন দলনায়ক শুভম ঘোষ। শুভম-কে যোগ্য সঙ্গ দেন ত্রিপুরা রঞ্জি দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার নিরুপম সেন চৌধুরী। ওই দুজন ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন দলকে। নিরুপম ৫৪ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারির সাহায্যে বাহান্ন রান করে আউট হলেও অপর প্রান্তে রুখে দাঁড়ান শুভম। শেষ পর্যন্ত ১১৯ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ১০০ রান করে আউট হয়েছেন শুভম। এছাড়া দলের পক্ষে রাহুল চন্দ্র সাহা ৫০ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্য ৩৯, অঙ্কিত সিং ১৫ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩২ রান। চলমান সঙ্ঘের পক্ষে দেবপ্রসাদ সিনহা ৪৩ রানে পাঁচটি, দেবজ্যোতি ঘোষ ৪৮ রানে তিনটি এবং প্রিন্স প্যাটেল ৩৯ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে চলমান সংঘ একশো তিন রানে গুটিয়ে যায়। দলের পক্ষে দেবপ্রসাদ সিনহা ৪৭ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি সাহায্যে ৩৮, প্রিন্স প্যাটেল ৩৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫, সম্রাট সিনহা ৮ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং দেবজ্যোতি ঘোষ ১৪ বল খেলে একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। ও পি সি-র পক্ষে অর্জুন ভরদ্বাজ ২৪ রানে চারটি, অভিজিৎ চক্রবর্তী কুড়ি রানে এবং অভিজিৎ দেববর্মা ২৫ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। অর্জুন ভরদ্বাজ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

পূর্বোত্তর লিটল মাস্টার্স ট্রফি ক্রিকেটে ত্রিপুরা আজ নাগাল্যান্ডের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার ছেলেরা আগামীকাল নাগাল্যান্ডের মুখোমুখি হচ্ছে। খেলা গুয়াহাটির ফালাং-এ আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে। প্রথমবারের মতো আয়োজিত নর্থ-ইস্ট লিটল মাস্টার্স ট্রফি লীগ পর্যায়ের খেলা। ত্রিপুরা দলের লক্ষ্য রয়েছে নাগাল্যান্ড কে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে সেমিফাইনালে খেলা। পরপর দুই ম্যাচে যথাক্রমে সিকিমকে ২০৭ রানের ব্যবধানে এবং মনিপুরকে ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে ত্রিপুরার ছেলেরা তালিকার শীর্ষে অবস্থান করে সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। এখন টার্গেট অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মনোবল অর্জন। উল্লেখ্য , এ গ্রুপ থেকে আসাম দলও সেমিফাইনালের ছাড় পত্র পেয়েছে। মেঘালয় ও মিজোরামের মধ্যে একটি দল, অপরদিকে মনিপুর ও নাগাল্যান্ডের মধ্যে একটি দল সেমিফাইনালে খেলার টিকিট পাবে। আজ, বৃহস্পতিবার গ্রুপ এ-র খেলায় মিজোরাম ৮৮ রানের ব্যবধানে অরুণাচল প্রদেশকে হারিয়েছে। মিজোরাম প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৩৬ ওভারে ১৬৬ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে অরুণাচল প্রদেশের ইনিংস গুটিয়ে যায় ৭৮ রানে ১৯.৫ ওভার খেলে। বি গ্রুপের খেলায় নাগাল্যান্ড ১১৪ রানের ব্যবধানে সিকিম কে পরাজিত করেছে। নাগাল্যান্ড প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে সীমিত ৪০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১২৭ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সিকিম ৫৮ রান সংগ্রহ করে ১৯ ওভার খেলে। আগামীকাল অপর মাঠে গ্রুপ-এ থেকে মিজোরাম বনাম অরুণাচল প্রদেশেরও ম্যাচ রয়েছে।

বিলোনিয়ায় ক্রিকেট লীগ জমজমাট জয় পেলো স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিলোনিয়ায় লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এখন জমজমাট পর্যায়ে। গ্রুপ শীর্ষে উঠে আসলো স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব। সুপার লিগে ৪ ম্যাচ খেলে দুটিতে জয় পেয়ে। 'এ' গ্রুপে। একম্যাচ কম খেলে ২ টিতে জয় পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে প্রগ্রেসিভ ক্লাব। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেটে। বৃহস্পতিবার বিদ্যাপীঠ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব ৭ উইকেটে পরাজিত করে ব্লাড মাউথ ক্লাবকে। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাব নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৬০ রান করে। দলের পক্ষে নারায়ন ধর ৬২ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ রানে এবং সুমন সাহা ৩৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে দীপঙ্কর মারাক ৫৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং সুকান্ত মজুমদার ১৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৯ রান। স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের পক্ষে অভিজিৎ রায় ৬ রানে ৫ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব ৩৩.৩ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ওপেনার তপন ঘোষ দুরন্ত ব্যাট করে দলের জয়কে সহজ করে দেন। তপন ৯১ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে অমিত দাস ২৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭, দীপ্তনু পাল ৬০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ এবং রাজ মজুমদার ১৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৮ রান।

কেন লুকিয়ে রাখলেন নিজেকে? ম্যাচ হেরে অজুহাত খুঁজছেন লখনউয়ের অধিনায়ক পন্থ

নিজেকে কি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন ঋষভ পন্থ? নইলে কেন একের পর এক উইকেট পড়তে দেখেও দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নামলেন না তিনি। শেষে সাত নম্বরে নেমে দু'বল খেললেন। শূন্য রানে আউট হয়ে ফিরলেন। তাঁর খারাপ ফর্মের পাশাপাশি লখনউয়ের হালও খারাপ। দিল্লির কাছে ৮ উইকেটে হারল তারা। ঘরের মাঠে এই হারের পর টসের অজুহাত খুঁজছেন লখনউয়ের অধিনায়ক পন্থ।টস জিতে লখনউকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠায় দিল্লি। পাওয়ার প্লে-তে ভাল খেললেও শেষ পর্যন্ত ১৫৯ রান করে লখনউ। পন্থের মতে, টস এই মাঠে গুরুত্বপূর্ণ। টস হারলে ম্যাচ জেতা কঠিন। তিনি বলেন, ''আমরা ২০ রান কম করেছি। এখানে টস খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ইনিংসে বোলারেরা উইকেট থেকে সুবিধা পায়। ফলে রান করা কঠিন। দ্বিতীয় ইনিংসে আবার পিচ ব্যাটারদের কাছে সহজ হয়ে যায়। এই ম্যাচেও সেটাই দেখা গেল।''টস তো অবশ্যই রাতের ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রথমে ব্যাট করেও তো দল জিতছে। তা হলে কি সব দায় টসের? কিছুটা সামলানোর চেষ্টা করেন পন্থ। তিনি বলেন, ''অবশ্য টসের অজুহাত দিয়ে লাভ নেই। আমরা ভাল খেলতে পারিনি। তাই হেরেছি।''তাঁকে ২৭ কোটি টাকায় কিনেছে লখনউ। তিনি দলের অধিনায়ক।

যখন এডেন মার্করাম, মিচেল মার্শ ও নিকোলাস পুরান আউট হয়ে গিয়েছেন, তখন তিনি কেন নামলেন না? কেন ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার আয়ুষ বদোনিকে নামালেন? তবে কি নিজের উপরই ভরসা নেই তাঁর? সেই প্রশ্নের জবাবও অন্য ভাবে দিলেন পন্থ। তিনি বলেন, ''আমরা সামাদকে আগে নামিয়েছিলাম দ্রুত ইনিংস খেলার জন্য। সেটা কাজে লাগেনি। বদোনিকেও সেই কারণেই নামিয়েছিলাম। আসলে আমরা আমাদের সেরা ব্যাটিং অর্ডার খুঁজছিলাম। তাই নিজেকে পরে রেখেছিলাম।''পন্থের এই জবাবে ব্যাখ্যা কী? তবে কি তিনি বলতে চাইছেন যে ব্যাটিং অর্ডারে তিনি বাকিদের পরে নামার যোগ্য? যেখানে অধিনায়ককে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হয়, সেখানে তিনি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখলেন। দিল্লির অধিনায়ক অক্ষর পটেলও চার নম্বরে নামেন। তাঁকে দেখেও কি শিক্ষা হল না পন্থের? যে ভাবে তিনি একের পর এক ম্যাচে ভুল করছেন, তার খেসারত না লখনউকে দিতে হয়। দল যদি প্লে-অফের লড়াই থেকে বেরিয়ে যায়, তখন কিন্তু কোনও অজুহাত দিতে পারবেন না আইপিএলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার।

সিকান্দারের পারফরম্যান্সে আট উইকেটে জয় দিয়ে লীগ অভিযান সম্পন্ন মৌচাকের

বি সি সি - ১৫৩ মৌচাক - ১৫৭/২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সাফল্য এবারও অধরা রয়ে গেল মৌচাকের। তবে নিজেদের শেষ ম্যাচে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবকে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়ে মৌচাক দারুণভাবে লীগ অভিযান শেষ করেছে।মোট কথা, দ্বিতীয় জয় পেয়ে মরশুম শেষ করলো মৌচাক ক্লাব। সিকান্দর কুমারের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে বৃহস্পতিবার মৌচাক ক্লাব আট উইকেটে পরাজিত করে বি সি সি-কে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। এদিন টি আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে বি সি সি-র গড়া ১৫৩ রানের জবাবে মৌচাক ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের সিকান্দার কুমার প্রথমে বল হাতে তিন উইকেট তুলে নেওয়ার পর ব্যাট হাতে ৩৬ রানে অপরাজিত থেকে যান। বিফলে গেলো প্রীতম দাশের দুরন্ত ব্যাটিং। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে বি সি সি ১৫৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলকে লড়াই করার স্কোরে নিয়ে যান ওপেনার তথা উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান প্রীতম দাস। ১২১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে প্রীতম ৬০ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে অভিষেক সিং ৪১ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১, তন্ময় ঘোষ ৯ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২, প্রবীণ কুমার ২৭ বল খেলে ১১ এবং অর্কজিত দাস ১১ বল খেলে একটি ওয়ার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৭ রান। মৌচাক ক্লাবের পক্ষে সিকান্দার কুমার ছাব্বিশ রানে তিনটি, কিষান মুড়া সিং ২২ রানে, আরিপ মিঁয়া ২৩ রানে এবং শাহীন জামান চৌধুরী উনত্রিশ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে মৌচাক ক্লাব ২৬ ওভার ব্যাট করে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে সিদ্ধার্থ দেবনাথ ৪৭ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭ রানে এবং সিকান্দার কুমার কুড়ি বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে দেবাংশু দত্ত ৫৬ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২ এবং রবি শংকর মুড়া সিং ৩৪ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ রান করেন।

টেনিসই ছিল জীবন-নেশা, অথচ অবসরের পাঁচ মাস পর টেনিসের অভাব অনুভব করেন না নাদাল!

গত নভেম্বরে অবসর নিয়েছেন রাফায়েল নাদাল। এখন আর টেনিসের অভাব অনুভব করেন না ২২টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী। একটি অনুষ্ঠানে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুলেছেন বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় ।টেনিসই ছিল জীবন। অথচ অবসরের পাঁচ মাস পর আর টেনিস নিয়ে ভাবেন না নাদাল। টেনিস নিয়ে কেন আগ্রহ হারালেন নাদাল? প্রাক্তন খেলোয়াড় বলেছেন, ''সত্যি বলতে টেনিসের অভাব অনুভব করি না। এক দমই নয়। শূন্য। ভাববেন না টেনিসের কোর্টে বা টেনিসের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তেমন নয় ব্যাপারটা।'' তা হলে কারণ কী? নাদাল বলেছেন, ''খুশি মনে টেনিসজীবন শেষ করেছি। আরও কিছু দিন খেলতে পারলে হয়তো চালিয়ে যেতাম। ভালবাসতাম বলেই টেনিস খেলতাম। বলতে পারেন, টেনিস আমার নেশার মতো ছিল। এই একটা কাজই করেছি জীবনে। কিন্তু শারীরিক ভাবে কোনও কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব না হলে থামতেই হয়। সেই অধ্যায়টা শেষ করতে হয়। সে জন্যই আমিও আমার টেনিসজীবন শেষ করেছি।''টেনিসজীবনের শেষ দু'-তিন বছর নানা চোটে ভুগেছেন। একাধিক বার চেষ্টা করেছেন ফিট হয়ে কোর্টে ফিরতে। কিন্তু কোনও বারই সফল হননি। কোনও না কোনও চোট নতুন করে ফিরে এসেছে। তবু একটা সময় পর্যন্ত হাল ছাড়েননি। এ নিয়ে নাদাল বলেছেন, ''অবসরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়তো একটু

অবশেষে গোয়েনার সঙ্গে সাক্ষাৎ! ২ সেকেন্ডে রাহুল বুঝিয়ে দিলেন গত বারের সেই অপমানের জ্বালা মেটেনি

লোকেশ রাহুলের সোজা ব্যাটে বল উড়ে গিয়ে পড়ল সাইটস্ক্রিনে। গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে সঞ্জীব গোয়েনা অবাক হয়ে দেখলেন। তাঁর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, শটের তারিফ করছেন। কিন্তু রাহুল নেমেছিলেন জবাব দিতে। জবাব দিলেনও। রান তাড়া করতে নেমে ৫৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে মাঠ ছাড়লেন। আর মাঠ ছাড়ার সময় গোয়েনাকে জবাবও দিলেন রাহুল। অবশেষে সাক্ষাৎ হল তাঁদের। ২ সেকেন্ডের সেই সাক্ষাতে রাহুল বুঝিয়ে দিলেন, গত বারের অপমানের জ্বালা এখনও ভোলেননি তিনি।খেলা শেষে যখন দু'দলের ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফেরা হাত মেলাচ্ছিলেন, তখন মাঠে দেখা গেল গোয়েনাকে। রাহুল সকলের সঙ্গে ভাল ভাবে হাত মেলাচ্ছিলেন। এমনকি, তাঁর বদলে যিনি লখনউয়ের অধিনায়ক হয়েছেন, সেই পন্থকেও জড়িয়ে ধরলেন তিনি। পুরনো সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলছিলেন। হঠাৎ সামনে এলেন গোয়েনা। হাত মেলালেন তাঁরা। তবে রাহুলকে দেখে বোঝা গেল, নিয়ম মেনে হাত মিলিয়েছেন। যদি উপায় থাকত, হয়তো সেটাও এড়িয়ে যেতেন। গোয়েনা কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন। রাহুল হাত মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পরেও পিছনে ঘুরে কথা বলছিলেন তিনি। কিন্তু রাহুল আর কথা বলেননি। তিনি সোজা এগিয়ে যান। বাকিদের সঙ্গে হাত মেলান। আর দু'জনকে একসঙ্গে দেখা যায়নি।রাহুল বুঝিয়ে দিলেন, গত বারের অপমান তিনি ভোলেননি। দীর্ঘ দিন ধরে ভারতীয় দলে খেলছেন। সিনিয়র ক্রিকেটার তিনি। সেই ক্রিকেটারকে প্রকাশ্যে অপমান করেছিলেন গোয়েনা। তা হজম করা কঠিন। এত দিন পরেও তা হজম করতে পারেননি রাহুল। তবে মুখে কোনও জবাব দেননি। দিয়েছেন ব্যাটে। এই ম্যাচের পরে গোয়েনাও হয়তো বুঝে গিয়েছেন, কাকে ছেড়ে দিয়েছেন তিনি।শেষ বার যখন আইপিএলে লখনউয়ের এই মাঠে রাহুল খেলেছিলেন, সেই দিটা হয়তো জীবনে কখনও ভুলবেন না তিনি। প্লে-অফে উঠতে ব্যর্থ লখনউয়ের অধিনায়ক রাহুলকে মাঠে প্রকাশ্যে ধমক দিয়েছিলেন গোয়েনা। চুপচাপ মাথা নিচু করে শুনেছিলেন রাহুল। যে দলকে পর পর দু'বছর প্লে-অফে তুলেছেন, সেই দলের মালিকের কাছে ধমক খাবেন, ভাবতেই পারেননি। সে দিনই হয়তো তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, আর লখনউয়ে থাকবেন না। পরের বার নিলামে দিল্লি কেনে তাঁকে। আইপিএলের দিল্লির প্রথম ম্যাচেই প্রতিপক্ষ ছিল লখনউ। কিন্তু সেই ম্যাচে খেলেননি রাহুল। সন্তান হওয়ায় পরিবারের সঙ্গে ছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচে সুযোগ হারালেন না। লখনউয়ের মাঠে গিয়ে দিল্লিকে জিতিয়ে গোয়েনার ধমকের জবাব দিলেন তিনি। করুণ নায়ার আউট হওয়ার পর রাহুল যখন ব্যাট করতে নামেন, তখনই তাঁর চোখমুখে আলাদা প্রত্যয় দেখা যাচ্ছিল। প্রতিটি রানের জন্য যে ভাবে দৌড়চ্ছিলেন, তাতে বোঝা যাচ্ছিল সহজে তাঁকে আউট করা যাবে না। হলও তাই। গোটা ইনিংসে সুযোগ দিলেন না। নির্ভুল ইনিংস খেললেন। কব্জির মোচড়ে যেমন বল বাউন্ডারিতে পাঠালেন, তেমনই খারাপ বলে বড় শট খেললেন। অর্ধশতরান করলেন। ছক্কা মেরে খেলা শেষ করলেন। ৫৭ রানের ইনিংসে তিনটি চার ও তিনটি ছক্কা মারলেন তিনি। ম্যাচ জিতিয়ে ব্যাট দিয়ে নিজের জার্সির পিছনে লেখা নাম দেখালেন রাহুল। বুঝিয়ে দিলেন, এখনও লখনউয়ের পিচ তাঁর থেকে ভাল কেউ চেনেন না। এই ম্যাচে রেকর্ডও করলেন রাহুল। আইপিএলের ইতিহাসে দ্রুততম ৫ হাজার রান করলেন তিনি।রাহুলের জন্য সমর্থনের অভাব ছিল না স্টেডিয়ামে। সবচেয়ে বেশি তাঁর জার্সিই চোখে পড়ল। এখানেও হেরে গেলেন গোয়েনা। রাহুলকে দল থেকে বাদ দিলেও লখনউয়ের সমর্থকদের মন থেকে বার করতে পারেননি তিনি। রাহুলকে বাদ দেওয়ার কারণ হিসাবে গোয়েনা জানিয়েছিলেন, তিনি দলে এমন ক্রিকেটার চান, যাঁরা দলের জন্য খেলেন। নিজের জন্য নয়। রাহুলকে সরিয়ে যে ঋষভ পন্থকে তিনি রেকর্ড ২৭ কোটি টাকায় কিনেছেন, তিনি তো নামতেই চাইছিলেন না। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে আয়ুষ বদোনিকে নামিয়ে দেন আগে।

শেষ দু'বলে খেলতে নেমেছিলেন পন্থ। দু'বল খেলে শূন্য রানে ফেরেন। তা হলে পন্থের এই সিদ্ধান্তকে কী বলবেন গোয়েনা? তিনি কি দলের জন্য খেলছেন? না কি নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন? গোয়েনা জানিয়েছিলেন, তাঁর দলের অধিনায়ক পন্থ আইপিএলের সেরা ক্রিকেটার। সেই সেরা ক্রিকেটারকে বলে বলে গোল দিলেন রাহুল। এই রাতটার অপেক্ষাতেই যেন ছিলেন তিনি। গোয়েনাও বুঝে গেলেন, কাউকে প্রকাশ্যে অপমান করলে প্রকাশ্যেই তার জবাব পেতে হবে।

নীরজের আয়োজিত প্রতিযোগিতা সরে গেল তাঁর শহর থেকেই, আমন্ত্রিত পাকিস্তানের নাদিমও

নিজের নাম দিয়ে জ্যাভলিন প্রতিযোগিতার আয়োজন করছেন নীরজ চোপড়া। তাঁর সেই 'এনসি ক্লাসিক' প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা ছিল হরিয়ানার পঞ্চকুলাতে। সেটা হঠাৎই সরে গেল বেঙ্গালুরুতে। ২৪ মে থেকে প্রতিযোগিতা তাউ দেবীলাল স্টেডিয়ামে হওয়ার কথা ছিল। তা এখন হবে বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের তরফেই এ কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।প্রতিযোগিতায় কারা যোগ দিতে পারেন তা এক সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন নীরজ। তাঁর কথা অনুযায়ী, দু'বারের বিশ্বজয়ী এবং প্যারিস অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী অ্যান্ডারসন পিটার্স থাকছেন। এ ছাড়া প্রাক্তন অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন টমাস রোহলার, প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জুলিয়াস ইয়েগো এবং আমেরিকার কার্টিস থম্পসন থাকছেন।নীরজ জানিয়েছেন, শীর্ষস্থানীয় সমস্ত ক্রীড়াবিদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। প্যারিসে সোনাজয়ী পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তবে নাদিম নিজের কোচের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবেন। এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি তিনি আসবেন কি না। তা ছাড়া, পাকিস্তানের ক্রীড়াবিদ হওয়ায় সরকারি অনুমোদনের ব্যাপারও রয়েছে। নীরজ জানিয়েছেন, তিন-চার জন ভারতীয় ক্রীড়াবিদ যোগ দিতে পারেন। নীরজ নিজেও যোগ দেবেন।সম্প্রতি পোচেস্ট্রুমের ম্যাকআর্থার স্টেডিয়ামে একটি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন নীরজ। তিনি ৮৪.৫২ মিটার জ্যাভলিন ছোড়েন।

ধমকের বদলা ধমাকায়! গোয়েনাকে জবাব বিতাড়িত রা

৪১ ডিগ্রি তাপমাত্রায় 'লোডশেডিং' লখনউয়ে! কাজে এলেন না সঞ্জীব গোয়েনার ২৭ কোটির 'পাওয়ার প্ল্যান্ট' ঋষভ পন্থ। বাতিল লোকেশ রাহুলের কাছেই হেরে গেল তাঁর লখনউ সুপার জায়ান্টস। দিল্লি ক্যাপিটালসের জয়ে রাহুলের সঙ্গী হলেন গোয়েনার শহরের দুই ক্রিকেটার মুকেশ কুমার এবং অভিষেক পোড়েল। অটল বিহারী বাজপেয়ী স্টেডিয়ামের ভিআইপি বক্সে দাঁড়িয়ে দলের ৮ উইকেটে হার দেখলেন 'অসহায়' গোয়েনা।গত বছর আইপিএলে একটি ম্যাচ হেরে যাওয়ার পর মাঠে নেমে এসে তৎকালীন লখনউ অধিনায়ক রাহুলকে ভর্ৎসনা করেছিলেন গোয়েনা। সেই ছবি এখনও উজ্জ্বল ভারতের ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে। সেই ঘটনা নিশ্চিত ভাবে ভোলেননি লখনউ সুপার জায়ান্টসের কর্ণধার কলকাতার শিল্পপতি। অবশ্যই মনে রয়েছে রাহুলেরও। আইপিএলের গত নিলামের আগে রাহুলকে দল থেকে ছেঁটে ফেলেন গোয়েনা। দেশের অন্যতম সেরা ব্যাটারের উপর ভরসা রাখতে পারেননি। নিলামে রাহুলকে কিনে নেন দিল্লি কাপিটালস কর্তৃপক্ষ। গোয়েনা আবার গত বার দিল্লির অধিনায়ক পন্থকে কিনে নেন।সে দিক থেকে মঙ্গলবার লখনউ সুপার জায়ান্টস এবং দিল্লি কাপিটালসের লড়াই ছিল মর্যাদার। অপমানের জবাব দেওয়ার। লখনউয়ের ঘরের মাঠে ঠিক সেই কাজটাই করলেন রাহুল। গোয়েনার ঘরে অন্ধকার নামিয়ে আনলেন। প্রথমে ব্যাট করে লখনউ করেছিল ৬ উইকেটে ১৫৯ রান। এক ওভারে জোড়া উইকেট নিয়ে লখনউয়ের ইনিংসকে দিশাহীন করে দিয়েছিলেন বাংলার জোরে বোলার মুকেশ। পন্থদের ইনিংসের শেষ ওভারেও ২ উইকেট নেন তিনি। ৩৩ রানে ৪ উইকেট নিয়ে দিল্লির রান দলের আয়ত্তের মধ্যে রেখে দেন মুকেশ। জবাবে ১৭.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১৬১ দিল্লির।

জয়ের জন্য ১৬০ রান করতে নেমে আবার দিল্লির মঞ্চ তৈরি করে দিলেন বাংলার তরুণ উইকেটরক্ষক-ব্যাটার অভিষেক। ওপেন করতে নেমে চন্দননগরের তরুণ খেললেন ৩৬ বলে ৫১ রানের ইনিংস। মারলেন ৫টি চার এবং ১টি ছক্কা। অভিষেকের সাজিয়ে দেওয়া মঞ্চে রাহুল দেখিয়ে দিলেন, তিনি কী করতে পারেন। যে ২২ গজে লখনউয়ের অধিকাংশ ব্যাটার দাঁড়াতে পারলেন না, সেখানেই সাবলীল ব্যাটিং করলেন রাহুল। ঠান্ডা মাথায় প্রতিটি শটে বুঝিয়ে দিলেন নিজের জন্য নয়, দলের জন্য খেলেন। আইপিএলে নিজের ৪০তম অর্ধশতরান করলেন ৪০ বলে। আইপিএলের ইতিহাসে দ্রুততম ৫০০০ রান পূর্ণ করার নজির গড়লেন একই সঙ্গে। দিল্লিকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়লেন। খেললেন ৪২ বলে ৫৭ রানের অপরাজিত ইনিংস। মারলেন ৩টি করে চার এবং ছক্কা। ধমকের বদলা ধমাকায় নিলেন রাহুল।সন্তানের জন্মের সময় স্ত্রীর পাশে থাকার জন্য লখনউয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচটি খেলতে পারেনি রাহুল। সম্ভবত দ্বিতীয় ম্যাচটাকে বেছে নিয়েছিলেন তাই। এ দিন ম্যাচের শুরু থেকেই রাহুলের মুখে ছিল সংকল্পের ছাপ। দৃঢ়তার ছবি। উইকেট রক্ষা করার সময় যেমন ভুল করেননি, তেমনই ব্যাট হাতেও নিখুঁত থাকলেন। ফর্মে থাকা সতীর্থ করুণ নায়ারের (১৫) দ্রুত আউট হওয়ার ক্ষতি বুঝতেই দিলেন না দিল্লিকে।

অক্ষরও ব্যাট হাতে রাহুলের সঙ্গে ছিলেন ম্যাচের শেষ পর্যন্ত। তিনি করলেন ২০ বলে অপরাজিত ৩৪। দলের জন্য খেলে এমন ক্রিকেটারদের নিতে চেয়েছিলেন গোয়েনা। পন্থের জন্য খরচ করতে দ্বিধা করেননি। সেই পন্থই আইপিএলে অফ ফর্মে। দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচটা তাঁর জন্যও মর্যাদার ছিল। দিল্লি রাখতে চাইলেও থাকতে চাননি তিনি। নিলামে নাম লিখিয়ে নিজের বাজার দর বুঝতে চেয়েছিলেন। বাজারে দর পেলেও আইপিএলে তাঁর ব্যাজার পারফরম্যান্স অব্যাহত। মর্যাদার লড়াইয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন ব্যাটার পন্থ। ব্যাট করতে নামলেন সাত নম্বরে। দলের ইনিংসের শেষ দু'টি বল খেলে তাঁর অবদান শূন্য!

নায়ারকে সরানোর আগে কি রোহিতের সঙ্গে কথা বলেছিল বোর্ড? ফাঁস গোপন কথা

গত বৃহস্পতিবার ভারতের সহকারী কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অভিষেক নায়ারকে। তাঁর সঙ্গে আর চুক্তি বাড়ায়নি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। নায়ারকে সরানোর আগে কি দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে কথা বলেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড? গোপন কথা ফাঁস হয়ে গেল।সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে জানানো হয়েছে, নায়ারকে যখন সহকারী কোচের পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল তখন রোহিতের পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে সরানোর আগে রোহিতের সঙ্গে কথা বলা হয়নি। একমাত্র কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে কথা বলেছিল বোর্ড। তার পরেই নায়ারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।গত বছর জুন মাসে গম্ভীর ভারতীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব নেওয়ার সময় নায়ারকে সহকারী কোচ করা হয়। কিন্তু ১০ মাসের মধ্যেই তাঁর উপর ভরসা হারিয়েছেন গম্ভীর। জানা গিয়েছে, নায়ারের সহকারী কোচ হওয়ার নেপথ্যে রোহিতেরও ভূমিকা ছিল। সেই কারণেই কি গম্ভীরের সঙ্গে বিরোধ হয় নায়ারের? কারণ অজানা। তবে তাঁর চুক্তি আর বৃদ্ধি করা হয়নি। জাতীয় দলের চাকরি যাওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিজের পুরনো দল কেকেআরের সহকারী কোচ হয়ে ফিরেছেন নায়ার।

জাগরণ 25 April, 2025, Friday আগরতলা ২৫ এপ্রিল, ২০২৫ ইং, ■ ১১ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

গোমতী জেলা হাসপাতালে নার্সের অমানবিক আচরণের অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ এপ্রিল: অসুস্থ শিশু সন্তানকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করাতে এসে কর্তব্যরত নার্সের দ্বারা দুর্ব্যবহারের শিকার হলেন এক অভিভাবক। এই ঘটনার প্রতিবাদে তিনি জেলা শাসক ও মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

জানা গেছে, গত ১৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে ভোররাতে আনুমানিক ২টা নাগাদ উদয়পুর খুপিলং এলাকার বাসিন্দা জাকির মিঞার পাঁচ বছর বয়সী কন্যা সন্তান হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তৎক্ষণাৎ তিনি কন্যাকে নিয়ে ছুটে যান গোমতী জেলা হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি রাখার পরামর্শ দেন।

জাকির মিঞা জানান, তিনি শিশুকে নিয়ে যখন শিশু ওয়ার্ডে পৌঁছান, তখন দেখেন ওয়ার্ডে কোনো নার্স উপস্থিত নেই। দরজা বন্ধ করে নার্সরা ঘুমাচ্ছিলেন। অনেক ডাকাডাকির পর মনোয়ারা বেগম নামে এক নার্স দরজা খুলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং জাকির মিঞার সঙ্গে অশ্রাব্য ভাষায় দুর্ব্যবহার শুরু করেন।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ওই নার্স বলেন, “আমাদের কি ঘুমানোর টাইম নেই? এত রাতে ডাকাডাকি করছেন কেন? এত রাতে ভর্তি করাতে আসে কেউ?”

পরবর্তীতে জাকির মিঞার চাপের মুখে পড়ে অবশেষে শিশুটিকে ভর্তি করতে বাধ্য হন ওই নার্স।

স্থানীয়রা জানায়, উক্ত নার্স দীর্ঘদিন ধরেই রোগীর অভিভাবকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে থাকেন। তবে বাচ্চাদের সুরক্ষার কথা ভেবে অধিকাংশ অভিভাবক মুখ খোলেন না।এ ঘটনায় শিশু কন্যার পিতা জাকির মিঞা গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “সরকারি হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা জনগণের টাকায় বেতন পান, তাঁরা যদি রোগীর সেবার বদলে ঘুমাতে আসেন, তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে?”

তিনি বুধবার উর্ধতন প্রশাসনের দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষী নার্সের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। এখন দেখার বিষয়, জেলা শাসক ও মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও জরুরি পরিষেবার মানোন্নয়নে এমন ঘটনা যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

সাংবাদিকদের সাথে জেলা শাসকের মতবিনিময় সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৪ এপ্রিল।। আজ বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত হয় জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজিদ পি-এর সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা। বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ অনুষ্ঠিত এই সভায়, সাংবাদিকরা তাদের মতামত ও এলাকার জনগণের স্বার্থে বিভিন্ন দাবির কথা তুলে ধরেন।

সভায় বিলোনিয়ায় সি এন জি স্টেশন, বিএড কলেজ, জয়েন্ট এন্ট্রান্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা, রাস্তা নির্মাণ, পানীয় জল ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সাংবাদিকরা এই বিষয়গুলো উত্থাপন করে জেলা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজিদ পি সাংবাদিকদের মতামতগুলো মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং আশ্বস্ত করেন যে, তিনি এগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন এবং যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এছাড়া, সভায় জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের বরিষ্ঠ আধিকারিক প্রমোদ আচার্য্য সহ শান্তির বাজার মহকুমার বিভিন্ন সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। এই মতবিনিময় সভা সাংবাদিকদের এবং প্রশাসনের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলল মানিক সরকার

৩৭০ ধারা বাতিলের পরও জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ সমস্যা শেষ হয়নি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল: ৩৭০ ধারা বাতিলের পরও জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীর সমস্যা শেষ হয়নি। তারপরও জনসম্মুখে সরকার নিজেদের সাফল্যের সুর চড়িয়েছেন। তাতে, জনগণকে আরও বিপদের মুখে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। আজ কাশ্মীরের পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার ঘটনায় এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার।

এদিন শ্রী সরকার বলেন, কাশ্মীরের পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার ঘটনা বর্বরোচিত এবং অমানবিক। ওই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত প্রায় ২৮ জনের মৃত্যু এবং ২০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। এমনকি, জঙ্গিদের নিরস্ত্র করার দুঃসাহস দেখানোর পরিণাম হিসাবে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় কাশ্মীরের বাসিন্দা সইদ আদিল হুসেন শাহের শরীর। পহেলগাঁওয়ে বেড়াতে আসা পর্যটকদের টাট্টু ঘোড়ায় চড়ানোই ছিল তাঁর কাজ। ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি।এদিন তিনি কেন্দ্র সরকারের নিকট হামলার দোষীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবু জানিয়েছেন। পাশাপাশি, ওই হামলায় নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে ভারত সরকারকে আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

তাঁর কথায়, পুলওয়ামা হামলার পর কাশ্মীরের পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা বড় ঘটনা। কেন্দ্র সরকারের উদাসীনতার কারণে ওই আত্মঘাতী আক্রমণের শিকার হয়েছিল প্রায় ৪০ জন জওয়ান। তারপর কাশ্মীরের পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা বড় ঘটনা। এদিন তিনি আরও বলেন, কেন্দ্র সরকার দাবি করেছিল জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৩৭০ ধারা বাতিলের পর সন্ত্রাসবাদীদের সমস্যা সুরাহা হয়েছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে জম্মু কাশ্মীরে প্রতিমাসেই সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের শিকার হয়েছেন নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা। যদি সমস্যা সমাধানই হয়ে থাকে তাহলে এতো বড়ো ঘটনা ঘটলো কিভাবে, প্রশ্ন করেন তিনি। পাশাপাশি, তিনি নিরাপত্তা বাহিনীর নজরদারি দিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

তাঁর কটাক্ষ, ৩৭০ ধারা বাতিলের পর জম্মু ও কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদীর সমস্যা শেষ হয়নি। কিন্তু সরকার নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যে পদক্ষেপ নিচ্ছে তাতে জনগণের ক্ষতি হচ্ছে। জনগণকে আরও বিপদের মুখে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে।

ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। বাধারঘাট ফায়ার সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে আজ বিকেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অগ্নি নির্বাপক এবং আপৎকালীন পরিষেবা দপ্তরের অধিকর্তা উত্তম মন্ডল। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব আকিঞ্চন সরকার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অগ্নি নির্বাপক ও আপৎকালীন পরিষেবা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা মিঠুন দাস চৌধুরী, শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা রাকেশ দেববর্মা প্রমুখ। যে সমস্ত কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ পালন করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে বাইক র‍্যালি, বাজার এবং বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতা শিবির ও মহড়া প্রদর্শন করা এবং বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্যে ভলিবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দক্ষিণ জেলা এবং রানার্স হয়েছে এসটি.সি. আগরতলা। টাগ অব ওয়ারে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে খোয়াই জেলা এবং রানার্স হয়েছে এস.টি.সি. আগরতলা। পুট অন ড্রেস প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন হারাধন ঘোষ, দ্বিতীয় মামন চৌধুরী এবং তৃতীয় রাণা দাস। বিজয়ীদের হাতে অতিথিগণ পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে দপ্তরের বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিদের হাতে বিভিন্ন জরুরি সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ১৪-২০ এপ্রিল ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ উদযাপিত হয়েছে।

পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা তীব্র নিন্দা আমরা বাঙালীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। পহেলগাঁওয়ে গত পরশুদিনে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় ২৮ জন পর্যটক নিহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে "আমরা বাঙালী" দল। দলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই হামলার তীব্র প্রতিবাদ এবং নিহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। তারা জঙ্গি হামলার নিন্দা করে বলেন, 'এই ধরনের জঘন্য ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না এবং এর সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত।' দলটি জানায়, 'এমন একটি ঘটনা গোটা দেশবাসীকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। কাশ্মীরে এসময় পর্যটকদের প্রচুর ভিড় থাকে এবং এই অঞ্চলের অনেক মানুষ পর্যটন শিল্পের উপর নির্ভরশীল। কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার পর্যটক আসে।'বাঙালী দলের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, 'এটি কোনো একটি নির্দিষ্ট জাতি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আক্রমণ ছিল, যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।' তারা কাশ্মীরের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ রোধে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানায়।

দলটি জানায়, 'এ ঘটনায় ত্রিপুরার কয়েকজন পর্যটক ভাগ্যক্রমে বেঁচে থাকলেও তারা এখন কাশ্মীরে আটকা পড়েছেন। তাদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য রাজ্য সরকারের সহযোগিতা কামনা করছি।'

এছাড়া, তারা কাশ্মীরের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, 'কাশ্মীর থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাকিস্তানের সীমান্তে একজন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানকে আটক করে তার ভিডিও প্রকাশ করার ঘটনাও অত্যন্ত দুঃখজনক এবং উদ্বেগজনক। এর উপযুক্ত জবাব দেওয়ার সময় দ্রুত আসছে।'

এখানেই শেষ নয়, "আমরা বাঙালী" দল নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি কাশ্মীরে আটকা পড়া পর্যটকদের জন্য বিমান ও রেল পরিষেবা সরলীকরণেরও দাবি জানিয়েছে।

গাছের চাপায় আশংকাজনক বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল: হালকা কাল বৈশাখি হাওয়ার দাপটে ভেঙে পড়ল একটি পুরনো বটগাছ। গাছের চাপায় আশংকাজনক বৃদ্ধা। আজ দুপুরে সাব্রুমের দৌলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়বুড়া টিলাতে ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার মৃত মনমোহন নাথের স্ত্রী ললিতা নাথ (বয়স আনুমানিক ৭৭) প্রতিদিনের মতই সকালে পুজোর ফুল তুলতে বাইরে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় আচমকাই ঝড়ের দাপটে একটি বিশাল বটগাছ ভেঙে পড়ে তাঁর গায়ের কাছাকাছি।

বৃদ্ধার ওপর গাছের ডাল আছড়ে পড়ে গুরুতর আঘাত লাগে তাঁর শরীরে। ঘটনার দৃশ্য চোখের সামনে দেখতে পেয়ে এলাকাবাসীরা সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বৃদ্ধার অবস্থা স্থিতিশীল হলেও বয়সজনিত কারণে তাঁকে বিশেষ নজরদারিতে রাখা হয়েছে।

এলাকাবাসীর মতে, দীর্ঘদিন ধরে গাছটি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ছিল, কিন্তু তা কাটার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ঘটনার পর স্থানীয় মহলে ক্ষোভ ছড়িয়েছে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে। এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি মনে করিয়ে দেয়, প্রকৃতির রোষ যখন নামে, তখন মানুষের অসহায়তা কতটা প্রকট হয়ে ওঠে।

দুই বাংলাদেশি নাগরিকসহ দুই ভারতীয় দালাল আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ এপ্রিল: ১৯৯ নং ব্যাটালিয়ন সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর তৎপরতায় ধর্মনগর আইএসবিটি এলাকা থেকে আটক করা হল দুই বাংলাদেশি নাগরিক এবং তাদের সহায়ক দুই ভারতীয় দালালকে। বুধবার রাতে এই অভিযান চালানো হয়।আটককৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের নাম মোহাম্মদ নুর (২২), পিতা জলিল একন এবং মোহাম্মদ এলামিন হাওলাদার (২৪), পিতা মোহাম্মদ শহিদুল হাওলাদার। উভয়েরই বাড়ি বাংলাদেশের খুলনা জেলার রাজাপুর সদর থানা এলাকায়। অন্যদিকে, ধৃত দুই ভারতীয় দালালের মধ্যে একজন হলেন স্বপন গোয়ালা (৪৬), যার বাড়ি ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর থানার সুমারু মুখ এলাকার ১ নম্বর ওয়ার্ডে। আরেকজন বিধান দেব (২৫), যিনি ঊনকোটি জেলার ভদ্রপল্লি ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ওই দুই বাংলাদেশি নাগরিক অবৈধভাবে কৈলাসহর সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং চেন্নাইয়ে কাজের সন্ধানে রওনা হচ্ছিল। তাদের যাত্রায় সহায়তা করছিল ওই দুই ভারতীয় দালাল।

ঘটনার পর বিএসএফ কর্তৃক চারজনকেই ধর্মনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়। পুলিশ পাসপোর্ট আইনে একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

ধর্মনগর থানার অফিসার ইনচার্জ স্মৃতি কান্ত বর্ধন জানিয়েছেন, ধৃতদের বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হবে। এছাড়া কারা এই চক্রের পেছনে রয়েছে, তা জানতে তদন্ত চালানো হচ্ছে বলে জানান তিনি।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চোরের থাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল: রাতের আঁধারে মেলাঘর পৌরসভার ইন্দিরা নগর সাত নং ওয়ার্ডের ইন্দিরা নগর দক্ষিণ পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে রান্নার সিলিন্ডার সহ অন্যান্য সামগ্রী চুরি করে পালিয়েছে। ওই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে মেলাঘর পৌরসভার ইন্দিরা নগর সাত নং ওয়ার্ডের ইন্দিরা নগর দক্ষিণ পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চোরের দল হানা দিয়েছে। আজ সকালে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গিয়ে দিদিমণি দেখতে পান দরজা ভাঙ্গা অবস্থায় দেখতে পান। ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পায় সবকিছু এলোমেলো অবস্থা রয়েছে। সাথে সাথে তাঁরা পুলিশকে খবর দিয়েছেন। চোরের দল হানা দিয়ে আলমিরা ভেঙ্গে স্কুলের জিনিসপত্র, সিলিন্ডার সহ অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মেগা ভেটেনারি স্বাস্থ্য শিবির ও টিকাকরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ এপ্রিল: আগামী ২৬ এপ্রিল বিশ্ব ভেটেনারি দিবস উপলক্ষে আজ সকাল সাড়ে ১০টায় উদয়পুর দুধ পুস্করীনি গ্রাম পঞ্চায়েতের মগপুস্করীনি বাজারে এক মেগা ভেটেনারি স্বাস্থ্য শিবির ও টিকাকরণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাকরাবন শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান এবং গোমতি জেলা ভেটেনারি বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ দিলীপ মজুমদার।

কাকরাবন-শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক তথা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জিতেন্দ্র মজুমদার মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে শিবিরের শুভ সূচনা করেন। এই মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে নিকটবর্তী গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর গবাদি পশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও টিকাকরণ করা হয়। এই ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প আয়োজনের ফলে এলাকার কৃষক ও পশুপালনকারী পরিবারগুলো উপকৃত হয়েছেন। ত্রিপুরা ভেটেনারি ডক্টরস এসোসিয়েশন ও ত্রিপুরা ভেটেনারি কাউন্সিল যৌথভাবে এই মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছে।এলাকার পশুপালকরা জানিয়েছেন, এই ধরনের ভেটেনারি শিবিরের আয়োজন তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উপকারী। দুধপুস্কুরীনি, মকপুস্কুরীনি, মোড়াপাড়া এবং জামজুরি এলাকার গবাদি পশু পালনকারী পরিবারগুলো এই শিবিরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন। ত্রিপুরা ভেটেনারি ডক্টরস এসোসিয়েশন ও ত্রিপুরা ভেটেনারি কাউন্সিলের বিভিন্ন পদাধিকারীগণ এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এবং তারা এই ধরনের উদ্যোগের গুরুত্ব ও সুবিধার বিষয়ে আলোচনা করেন।বিশ্ব ভেটেনারি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই মেগা স্বাস্থ্য শিবির এলাকার কৃষক ও পশুপালকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত দিশা বৈঠক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে বিশদ আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৪ এপ্রিল।। বৃহস্পতিবার, ২৪শে এপ্রিল, বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ দিশা বৈঠক। সকাল ১১টা থেকে শুরু হওয়া এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।প্রথমে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কৃতি সিং দেববর্মার উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও, অনিবার্য কারণে তিনি বৈঠকে থাকতে পারেননি। তাঁর অনুপস্থিতিতে দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক মহঃ সাজিদ পি.-র পৌরহিত্যে দিশা বৈঠকটি পরিচালিত হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, জেলার বিভিন্ন বিধায়ক, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, এমডিসি, জেলার পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ, বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ, জেলার সিএমও সহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত, জল সম্পদ, প্রাণী সম্পদ, আরক্ষা, মৎস্য সহ একাধিক দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিক ও প্রতিনিধিরা।

বৈঠকে আলোচনার মূল বিষয় ছিল — পানীয় জল, সেচ, বিদ্যুৎ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, রাস্তা নির্মাণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন। প্রকল্পগুলির বাস্তব চিত্র এবং সাধারণ মানুষের উপকারে কতটুকু আসছে, সে বিষয়েও বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়।

জেলা শাসক তাঁর বক্তব্যে সমস্ত দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন। সেইসঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, “কোনও দপ্তরের কাজে গাফিলতি ধরা পড়লে, কোনও প্রকার রেয়াত করা হবে না।”

এই দিশা বৈঠকের মাধ্যমে জেলার উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির গতিপ্রকৃতি খতিয়ে দেখা হয় এবং ভবিষ্যতে তা আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের রূপরেখা নির্ধারিত হয়।

মুখে কালো কাপড় বেঁধে রাস্তায় প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ এপ্রিল: কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে ২৮ জন নিরীহ মানুষের নৃশংস হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছে সারা দেশ। দেশজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার আগরতলার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে প্রতিবাদে সামিল হয় সংস্কার ভারতী ত্রিপুরা প্রান্ত।

সংগঠনের সদস্যরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে প্রতিবাদ জানিয়ে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও তাঁদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। সংস্কার ভারতী ত্রিপুরা প্রান্তের পক্ষ থেকে জানানো হয়, “এটা শুধু একটি হত্যাকাণ্ড নয়, মানবতার উপর এক নির্মম আঘাত। যারা এই সন্ত্রাস চালিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হোক।” তারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

এই ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিও তোলেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। পাশাপাশি, নিহতদের স্মরণে আগামী দিনে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে মোমবাতি মিছিলের আয়োজন করা হবে বলেও তারা জানান।

শিশুদের আধার তালিকাভুক্তি জোরকদমে, স্বাস্থ্য অধিকারের মাধ্যমে শুরু হচ্ছে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল : ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে "স্বাস্থ্য অধিকার" ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া-এর সঙ্গে যৌথভাবে ০-৫ বছর বয়সী শিশুদের আধার তালিকাভুক্তি প্রকল্পে রেজিস্ট্রার কাম এনরোলমেন্ট এজেন্সি হিসেবে অন-বোর্ড হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ইউআইডিএআই-এর আর্থিক সহায়তায় ইতিমধ্যে ১৩৮টি চাইল্ড এনরোলমেন্ট লাইট ক্লায়েন্ট কিট অর্ডার করেছে স্বাস্থ্য অধিকার, যা ২০২৫ সালের মার্চ মাসে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

শিশুদের তালিকাভুক্তি কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত করতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর রাজ্য জুড়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে। প্রাথমিকভাবে শর্টলিস্ট করা প্রার্থীদের মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে জোনভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আধার অপারেটরদের জেলা হাসপাতাল, সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও জন্ম নিবন্ধন ইউনিটে মোতায়েন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে দপ্তর।

ত্রিপুরায় আনুমানিক ২.৮৭ লক্ষ ০-৫ বছর বয়সী শিশু রয়েছে, যার মধ্যে এখনো পর্যন্ত মাত্র ৯৮ হাজার শিশুর আধার নম্বর তৈরি হয়েছে। জাতীয় গড় ৩৮ শতাংশের তুলনায় রাজ্যে শিশু আধার জেনারেশনের হার ৩৪ শতাংশ, যা বাড়ানোর লক্ষ্যে এই উদ্যোগ।

গত ২২ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব শ্রী কিরণ গিত্যে, স্বাস্থ্য অধিকারের অধিকর্তা প্রফেসর (ডাঃ) তপন মজুমদার এবং ইউআইডিএআই-এর কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে কিটগুলি গ্রহণ করা হয়।

দপ্তরের পক্ষ থেকে আগামী তিন মাসের মধ্যে রাজ্যব্যাপী তালিকাভুক্তি কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ত্রিপুরার শিশুদের আধার অন্তর্ভুক্তিকরণে এই উদ্যোগ এক নতুন মাইলফলক স্থাপন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ঐতিহ্যবাহী কুমারীকুণ্ড মেলা শুরু ২৭ এপ্রিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল: আসছে ২৭ এপ্রিল রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে মোহনপুরের ঐতিহ্যবাহী কুমারীকুণ্ড মেলা। টানা তিনদিন২৭, ২৮ ও ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে এই লোকসংস্কৃতির মেলা। মেলাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।বর্ডার ফেন্সিং হওয়ার আগে ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের সীমান্ত ঘেঁষে সোনাই নদীর চরে অনুষ্ঠিত হতো এই ঐতিহাসিক মেলা। বর্তমানে শুধুমাত্র ভারতীয় অংশ, মোহনপুর বাজার সংলগ্ন সোনাই নদীর অংশজুড়ে অনুষ্ঠিত হয় মেলাটি।মেলার আয়োজনস্থলে দূরদূরান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা সরঞ্জাম নিয়ে আসতে শুরু করেছেন। নানা পণ্যের পসরা সাজিয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন তাঁরা।রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহায়তায়, স্থানীয় ছাত্রবৃন্দ জনতা সংঘ ও এলাকাবাসীর যৌথ ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে ২৭ এপ্রিল সন্ধ্যায়।মেলার উদ্বোধন করবেন রাজ্যের বিদ্যুৎ এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ও স্থানীয় বিধায়ক রতন লাল নাথ। তাঁর সঙ্গে মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন এলাকার বিশিষ্টজনেরা।তিন দিনব্যাপী এই মেলায় রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রতিদিনই অনুষ্ঠিত হবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জাতি, জনজাতি সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের আগমন ঘটবে এই উৎসবে।মেলার আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ব্যবসায়ী ও দর্শনার্থীদের জন্য অন্যান্য বছরের মতো এবারও থাকবে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও সহযোগিতা ব্যবস্থা।কুমারীকুণ্ড মেলা শুধু একটি ব্যবসায়িক বা সাংস্কৃতিক আয়োজন নয়, এটি এই অঞ্চলের ঐতিহ্য ও সম্প্রতির প্রতীক হয়ে উঠেছে বহু বছর ধরেই।

পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উপলক্ষে কল্যাণপুরে সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৪ এপ্রিল।। ১৯৯৩ সালের ২৪শে এপ্রিল পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার পর থেকেই, প্রতি বছর এই দিনটি পঞ্চায়েতি রাজ দিবস হিসেবে পালিত হয়। এই উপলক্ষে আজ কল্যাণপুর ব্লকের অন্তর্গত সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিলগুলিতে বিভিন্ন গঠনমূলক ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজিত হয়।

দিনব্যাপী কর্মসূচিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সচেতনতামূলক নাটক প্রদর্শন, গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ, নেশার বিরুদ্ধে জন জাগরণ সৃষ্টি এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। এই আয়োজনে এলাকার সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং গ্রাম সভাগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন পঞ্চায়েত সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, কল্যাণপুর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, ব্লক প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। তাঁদের উপস্থিতি পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার প্রতি প্রশাসনের অঙ্গীকারকে তুলে ধরে।

সভায় আলোচনার মূল বিষয় ছিল, পঞ্চায়েত স্তরে গণতান্ত্রিক ও স্বশাসিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বর্তমান সরকারের ভূমিকা ও প্রতিশ্রুতি।

প্রসঙ্গত, এর একদিন আগেই ব্লক স্তরে একটি বিশদ কর্মসূচির মাধ্যমে পঞ্চায়েতি রাজ দিবস পালিত হয়েছে কল্যাণপুর ব্লকে, যা আজকের গ্রাসরুট পর্যায়ে উদযাপনের পথপ্রসার করেছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas